উত্তরা আর তথায় সমুপস্থিত হইলেন না, কিন্তু মানিনী পত্রিকা-হস্তে প্রবেশ করিলেন।

অমনি যন্ত্র শমিত হইল। শিক্ষক মহাশয় কহিলেন তবে রাজপুত্রী আজ অবসর চান, তাঁহার পুতুলের বিবাহ। আচ্ছা তাহাই হইবে। মানিনী পত্রোত্তর লইয়া বিদায় হইবার সময় বৃহন্নলা তাঁহার চক্ষে জল দেখিলেন। তখন তাঁহার আত্ম-সংবরণ দুরূহ হইয়া উঠিল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "আর দ্বাদশ বর্ষের অধিক বিলম্ব নাই, অচিরে প্রতীকার ঘটিবে।"

মানিনী কহিল "দুর্বৃত্তের এখনও লালসা মিটে নাই।" "সময় আগত, এই বার উপায় করিব" এই বলিয়া বৃহন্নলা স্বস্থানে গমন করিলেন।

মানিনী উত্তরার হস্তে তদীয় পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়া দেবার্চ্চনার কুসুম চন্দন সজ্জিত করিতে গেলেন।

পরদিন যথাসময়ে উত্তরা নাট্যশালায় স্বীয় শিক্ষক-সন্নিধানে নিজ পাঠ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় তাহার মাতুল কতকগুলি সদ্যোবিকশিত-কমলমালা হস্তে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

উত্তরার পক্ষে তদীয় মাতুলের আগমন ব্যাঘাত জ্ঞান হইল না। তিনি আপন কার্য্য স্থগিত করিয়া কহিলেন "মহাশয়ের কি আজ্ঞা হয়?"

মাতুল কহিলেন "তোমার নবীনা সঙ্গিনীর সুন্দর তানলয়-সমন্বিত রাগিণীর প্রশংসা চতুর্দ্দিকে খ্যাত হইয়াছে, তাহাই শুনিতে আসিলাম। এই লও—এই কুসুম-গুলি তোমার পুষ্পাধারে রক্ষিত কর।"

"কৈ আজ যে তুমি একা এখানে, তবে তোমার শিক্ষকের নিকট দুটো কথা কহিয়া যাই।" এই বলিয়া বৃহন্নলাকে কহিলেন "আপনার নিকট আমার একটি ভ্রম সংশোধন আবশ্যক, কখন আসিব?"

বৃহন্নলা কহিলেন "কল্য প্রত্যূষে"। যুবক সম্মত হইয়া প্রস্থান করিল। পরদিন প্রত্যূষে আদেশমত বৃহন্নলার ভবনে রাজ-সম্বন্ধী কীচক উপস্থিত হইলে পর তিনি যথারীতি সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক কহিলেন "মহাশয়! আমার প্রতি আপনার ঈদৃশ কৃপা, তজ্জন্য আপ্যায়িত হইলাম; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয় বলুন।"

"আপনি আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারেন? মহারাণী সুদেষ্ণা আমার প্রতি কিছুদিন হইতে অতিশয় অসন্তুষ্ট, তাহার কারণ পরিজ্ঞাত আছেন বোধ হয় অর্থাৎ ঐ সৈরিন্ধ্রী যত অনিষ্টের মূল। উহাকে যদি রাজ-অন্তঃপুর হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায়, তবে আমার জীবনের কণ্টক উৎপাটিত হয়। এক্ষণে সে উত্তরার আশ্রয়াধীনা, অতএব আপনি রাজপুত্রীকে অনুরোধ করিলেই হইবে"।

বৃহন্নলা কহিলেন "তা আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমি শুনিয়াছি সে কৃত

অপরাধের জন্য আপনার নিকট গোপনে ক্ষমা চাহে, যেহেতু রাজ্ঞী তদবধি তাহার প্রতিও বড়ই বিরক্ত।” এই কথা শুনিবা-মাত্র যুবক পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ও কহিল “বাস্তবিক ক্ষমা চায়, আচ্ছা আমার নিকট আসিতে কহিবেন কিম্বা আমিই তাহার প্রার্থিত স্থানে যাইতে পারি”।

বৃহন্নলা কহিলেন “অদ্য রজনীতে এক প্রহর গত হইলে আপনি এই নাট্যশালার গৃহে অন্ধকারে গোপনে থাকিবেন”।

যুবক অতি প্রত্যাশাকুল-মনে রজনীর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বৃহন্নলা তখন বল্লভনামা মহাবল সূপ-কারকে ডাকিয়া কি আদেশ করিলেন। সে কহিল আমি অদ্য অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিব। ক্রমে দিবসের শেষে রজনী স্বীয় আঁধার মূর্ত্তি লইয়া পাপ-কার্য্যের সহায়তার সুযোগ বিস্তার করিল।

কীচক যুবক, প্রণয়িনীর অপেক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আসিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইল। পরে বৃহন্নলা সমুপস্থিত হইলে পর উভয়ের কথোপ-কথনান্তে বৃহন্নলা কহিলেন “আমি এত ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছি যে, আপনার কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আহার করিতে পারি নাই।” ইত্যবসরে বল্লভ আহার্য্য লইয়া উপনীত হইল এবং কহিল “আজ আমি আর ফিরিয়া যাইতে পারি না।” কিন্তু যুবরাজের তাহা ভাল লাগিল না। সে কহিল “না এ নাট্যশালা, অন্য পুরুষের বাসস্থান নহে।” বল্লভ নীরবে প্রস্থান করিল। যৎকালে দ্বিপ্রহরা নিশি সমাগতা, জগৎ সুষুপ্তা, নাট্যশালার আলোকমালা নির্ব্বাপিত, তখন এক ভীম-কলেবর বজ্র-সম কঠিন হস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া কীচকের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিল। সে মুহূর্ত্তে কেবল “ক্ষমা ক-র সতী” এই শব্দমাত্র অপরি-স্ফুট স্বরে শ্রুত হইয়াছিল।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

শোভনা।

চতুর্থ দৃশ্য। উদ্যান—লতাকুঞ্জ।

শোভনা। গীত।

কাহারে জানাব যাতনা,
কেহতো বোঝে না হায়! প্রাণের যে
কামনা।
মানবসমাজে গিয়ে জ্বালা জুড়াইতে চাই,
দারুণ হতাশা লয়ে শুধু ফিরে ফিরে যাই।
পুষ্প তরুলতা, কহেনাকো কথা,
ব্যথার ব্যথিত কোথা গেলে পাই?
সমীরে জানাতে গেলে, সর্ সর্ বলে যায় চলে,
তটিনীর পাশে গেলে, ফিরেও ত চায় না!
চাহিলে শশীর পানে, লুকায় মেঘের কোণে,
কারে বলি কে বুঝিবে অভাগীর বেদনা?

রাণী মীরা ও পদ্মার প্রবেশ।

শোভনা। (জানু পাতিয়া করযোড়ে)
এস মহারাণী!

দীনা আমি হয়েছি শরণাগতা,
রাখ পায়,
এ সঙ্কটে উদ্ধার আমায়।
তুমি বিনা আর
হিতৈষিণী কে আছে আমার?
শুনিয়া পদ্মার মুখে
নিত্য নিত্য তব গুণগাথা,
সাধ—মনসুখে
ও দেবী-মুরতি তব করিয়া দর্শন,
পূজিব ভকতিভরে রাজীবচরণ।
কিন্তু দেবি! বন্দিনী যে আমি,
বিনাদোষে তব স্বামী
রেখেছেন আবদ্ধ আমারে।
কৃপাময়ি! করুণা প্রকাশি,
এ দীনার সন্নিকটে আসি,
চির-কৃতজ্ঞতা ডোরে বাঁধিলে তাহারে।
রাণী। (শোভনার হস্ত ধরিয়া)
উঠ ভগ্নি! শুনিয়াছি আমি,
যেই হেতু হয়েছ বন্দিনী।
করিতে মার্জ্জনা ভিক্ষা তোমার সদনে
আজি আসিয়াছি আমি এ দুর্গ-ভবনে।
ক্ষম দোষ গুণবতী,
পবিত্রহৃদয়া সতী,
প্রেমের প্রভায় তব—সতীত্বে নির্ম্মল,
রাণার সহস্র চেষ্টা হইবে নিষ্ফল।
জানো নাকি বিধির বিধান,
ঈশ্বর মঙ্গলময় করুণানিধান;
সদা তিনি দুর্ব্বলের বল,
অনাথেরে রাখেন সঙ্কটে।
এ পাপের প্রতিফল,
বিনাদোষে দিলে মর্ম্মব্যথা,
উৎপীড়িত জনে,—
কাঁদিয়া যে অশ্রুজল করে বিসর্জ্জন,
সেই তপ্ত অশ্রু, তীব্র অভিশাপ সনে,
অচিরে বিনাশে তারে যে করে পীড়ন।
ভাবিতাম আগে তব অনুমতি লয়ে,
এনেছেন মহারাণা তোমারে হরিয়ে।
হইবে তোমার সাথে বিবাহ রাণার।
তাই সখি! ছিলাম আশায়,
নবীনা ভগিনী এক পাইব ত্বরায়।
কিন্তু বুঝিনি তখন,
অনিচ্ছায় রাণা তোমা করেন পীড়ন।
বলে ছলে তোমারে আনিয়া,
রেখেছেন বন্দিনী করিয়া।
ছি, ছি, রমণীর প্রতি হেন অত্যাচার,
রাজার কি এই ব্যবহার?
রাণার এ দুর্ম্মতি নেহারি,
লজ্জায় সরমে আছি মরি।
কহ সখি! নির্ভয় হৃদয়ে,
তোমা প্রতি মহারাণা,
করেছেন কভু অত্যাচার?
শোভনা। না দেবী! দীনার প্রতি নীচ
ব্যবহার—
ছায়াস্পর্শ হয়নি তাহার।
প্রভূত আদরে,
সসম্মানে মহারাণা রেখেছেন মোরে।
রাণী। প্রীত হইলাম, শুনি সখি!
উদ্বিগ্ন হও না আর,
আমি তব করিব উদ্ধার।
তব ভাবী স্বামী,
সূর্য্যমল ভ্রাতা মম রাঠোর-কুমার।
পদ্মার বদনে তব পেয়ে পরিচয়,

ভ্রাতার সদনে দূত করেছি প্রেরণ,
বন্দিনী অবস্থা তব করিয়া জ্ঞাপন।
তোমার মুক্তির হেতু করিয়ে কৌশল,
গোপনে আসিতে তাঁরে দিয়েছি মন্ত্রণা।
আজি কিম্বা কালি,
নিশ্চিত আসিয়া তিনি করিবেন ত্রাণ
অচিরে তোমার,
বাঞ্ছিত মিলনসুখে জুড়াবে পরাণ।

শোভনা। (সানন্দে ও সবিনয়ে)
মহারাণী! কি বলিব,
প্রাণের এ কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব?
ভাষায় ত খুঁজিয়া না পাই।
চিরদিন তব কৃপা থাকিবে স্মরণে,
জনম সফল মম তব দরশনে।
হায়! দেবি, বুঝিতে না পারি,
নন্দনের পারিজাত দুর্ল্লভ রতন,
প্রেমের সৌরভে পূর্ণ ও দেব-হৃদয়,
ত্যজি কেন করেছেন রাণা,
নির্গন্ধ অপরাজিতা গ্রহণে মনন?
অমৃত ফেলিয়া কেন গরলে বাসনা?

রাণী। ওকি কথা, প্রিয় ভগ্নী!
তুমি রূপসীর রাণী,
বারেক যে হেরে তোমা সেই মুগ্ধ হয়।
মরি! কি রূপ-মাধুরী!
আমি যে রমণী সখি, আমারো বিস্ময়।
তোমার মোহন রূপে মুগ্ধ এ নয়ন,
অনিমেষে ও মাধুরী করে নিরীক্ষণ।
চিতোরের মহিষীর উপযুক্ত তুমি,
রাণার কি দোষ তবে বল চন্দ্রাননী?
রাজরাণী বটে, কিন্তু আমি উদাসীনী,
ভোগ-সুখ-আশা,
সংসারের ধন রত্ন স্নেহ ভালবাসা;
এ সকলে আর মম তৃপ্ত নহে মন।
সদা যেন ব্যথিতের তীব্র হাহাকার
পশিয়া শ্রবণে প্রাণ করে ব্যাকুলিত।
ভাবি অনিত্য সংসার
দুদিনে ঘুচিয়া যাবে মমতা-বন্ধন,
এই দেহ, এ জীবন, এই রাজ্য ধন,
সময়েতে সকলি ফুরাবে—
জলবিম্ব, জলে মিশে যাবে।
এই পরিণাম যদি, তবে কেন মোরা
অনিত্য সংসার-মদে এত মাতোয়ারা?
তাই সখি অনুতপ্ত-প্রাণে,
নিরালায় ডাকি ভগবানে।
প্রাণের সন্তাপ করিবেন বিমোচন,
বড় দয়াময় হরি, দুঃখ-নিবারণ।
দুর্ভাগিনী আমি,
প্রাণেশের মনোভীষ্ট পারি না সাধিতে,
আমা হতে আর
হৃদয়-আকাঙ্ক্ষা তাঁর হয় না পূরণ,
সুন্দরি! তোমারে বুঝি তাই আকিঞ্চন!

শোভনা। পরিহাস ত্যজ মহারাণী!
আমি দীনা অভাগিনী,
কৃতার্থ করিলে মোরে সখী সম্বোধনে।
দেবী তুমি,
চিতোরের রাজলক্ষ্মী রমণীর মণি,
তব চরণের ধূলি-যোগ্যা নহি আমি।

রাণী। আসি তবে, কালি সখি! জানিও
নিশ্চিত,
তোমার সুখের রবি হইবে উদিত।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

ভাগবত উপাখ্যান।

উদ্ধব সংবাদ।

(গত প্রকাশিতের পর)

অবধূত ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বিংশ গুরুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "আমার শরীরও আমার আর এক গুরু। মানুষ এই দেহকে কত কষ্ট দিয়া ধন সঞ্চয় করে, এই দেহের ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত জায়া, অপত্য, দাস দাসী, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে পোষণ করে। কিন্তু ইহার কিছুই এই দেহকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই দেহও আমার এক গুরু। একদিকে জিহ্বা যেমন এই শরীরকে রসের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এক গৃহপতিকে বহু সপত্নীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিতেছে। দেহ সকলের তৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া নিজে দিন দিন ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। হে রাজন্! যদি বল শ্বেতকেতু ও ভৃগু প্রভৃতি বহু গুরু আশ্রয় করেন নাই, আপনি কেন এত ভিন্ন ভিন্ন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? তাহার কারণ বলি, শ্রবণ কর। এক গুরু হইতে জ্ঞানের পুষ্টি হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা তাঁহাকে নানা প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি অনন্ত ও অপার, যে দিক্ দিয়া তাঁহাকে দেখা যায়, কোনও দিকেই অন্ত পাওয়া যায় না। এখানে সকলেই সকলের গুরু, এবং সকলেই সেই একের শিষ্য। ঈশ্বরের মায়াবিরচিত এই যে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, তন্নিবন্ধনই জীবের সংসার, আর চিদাত্ম-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই মুক্তির হেতু। অতএব বিচারদ্বারা কার্য্যকারণ-সংঘাত-স্থিত একমাত্র আত্মাকে জানিয়া স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। আচার্য্য পূর্ব্ব অরণি * স্বরূপ, শিষ্য উত্তর অরণিস্বরূপ, উপদেশ তন্মধ্যস্থিত মথনকাষ্ঠ-স্বরূপ এবং জ্ঞান তদুত্থিত অগ্নিস্বরূপ জানিবে। এই জ্ঞানালোকে মোহ অন্ধকার বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে, সত্ত্বাদি গুণ-সকল ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিকে ধাবিত করে, জীব এই সকল কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। যত দিন গুণবৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাস্বভাব থাকে অর্থাৎ আত্মাও ততদিন পরাধীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকে এবং মায়া দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া সংসার-গতি প্রাপ্ত হয়।

* দুইখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে আর একখণ্ড কাষ্ঠ ক্রমাগত ঘুরাইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, প্রথম কাষ্ঠ পূর্ব্ব অরণি ও অপরটী উত্তর অরণি, আর মধ্যস্থিত কাষ্ঠ মথন কাষ্ঠ।

উদ্ধব এখানে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হে বিভো! একই বস্তু নিত্যবদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত কি প্রকারে হইতে পারে, ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অতএব আত্মার বন্ধন ও মুক্তি কি? আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিউন। এই মায়াই বা কে? যে সংসার রচনা করিয়া তাহাতে আত্মাকে বদ্ধ করিল?" তখন ভগবান্ বলিলেন "উদ্ধব! জানিও স্বরূপতঃ আমার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। আমার শক্তি, আমার ইচ্ছাই মায়া, ইহা অতি নিগূঢ় ও আদ্যন্তরহিত। স্বপ্ন যেমন বুদ্ধির বিবর্ত্ত মাত্র, সুখ দুঃখ ও দেহপ্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহাও তদ্রূপ মায়া মাত্র, বাস্তব নহে। হে উদ্ধব! নিয়ম্য ও নিয়ন্তারূপে এক দেহে বর্ত্তমান, শোক ও আনন্দধামবিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের বদ্ধ ও মুক্তরূপে বৈলক্ষণ্য আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেহ হইতে পৃথক্‌ভূত, চেতনস্বভাবপ্রযুক্ত তুল্য, ঐকমত্যবিশিষ্ট সুন্দর পক্ষিদ্বয় অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর মায়াবেশবশতঃ শরীররূপ বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক জন কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য জন নিরশন থাকিয়া জ্ঞানশক্তি দ্বারা ভোগের অতীত হয়েন। এই বিদ্বান্ নিরশন পুরুষ আপনাকে আপনি জানেন ও অন্যকেও জানেন। কিন্তু কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ এরূপ নহেন। তিনি অল্পদৃষ্টি ও অল্পজ্ঞান, ভুগিয়া ভুগিয়া তাঁহার দৃষ্টি ও জ্ঞান প্রসারিত হয়। এই কর্ম্মফলভোক্তা অবিদ্যাবশতঃ নিত্যবদ্ধ, আর ফলদাতা নিত্যমুক্ত অথচ জীবের নিত্য সহচর ও সহায়। হে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের ভেদ এই, মুক্তপুরুষ স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সংস্কারবশতঃ দেহস্থ হইয়াও স্বরূপতঃ দেহস্থ নহেন, আর বদ্ধ পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় স্বরূপতঃ দেহে বর্ত্তমান না হইয়াও দেহস্থ অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখ দুঃখ ভোগ করেন। আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও কিছুতেই আবদ্ধ নহে, সূর্য্য যেমন নানা-পাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও স্বতন্ত্র এবং বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও কিছুতে আসক্ত নহে; সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ মায়িক উপাধিগ্রস্ত হইয়াও তাহাতে আবদ্ধ বা আসক্ত নহেন। ইনি কাহাকর্ত্তৃক স্তুত বা নিন্দিত, উপকৃত বা অপকৃত—এমন কি দুর্জ্জন বা হিংস্র জন্তু প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলেও বিচলিত বা বিকৃত হয়েন না। ইঁহার সুখে দুঃখে সমভাব, ইনি ভাল বা মন্দ কোন কার্য্য করেন না, মিষ্ট বা কটু কোন বাক্য বলেন না, সাধু বা অসাধু কিছুই চিন্তা করেন না। ইনি সকল সঙ্কল্প বা বিকল্প রহিত, সমদর্শী ও আত্মারাম। ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় গৃহীত হইলেও রাগাদিদোষশূন্য বিদ্বান্ পুরুষ, 'গুণ দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ দ্বারাই গুণ গৃহীত হয়,' ইহা ভাবিয়া আমি গ্রহণ করিতেছি—এমন জ্ঞান করেন না, অতএব তাঁহার গমন,

উপবেশন, শয়ন, দর্শন, স্পর্শন, ভোজন, শ্রবণ ইত্যাদি বন্ধনের হেতু হয় না। তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও অবিষয়ী, আর বদ্ধ পুরুষ অবিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ী।"

উদ্ধব কহিলেন "হে প্রভো! জগতে সাধু অনেক প্রকার দেখিতে পাই—কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনার সম্মত সাধু কি প্রকার?" ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি কেবল শব্দ ব্রহ্মে (বেদে) অভিজ্ঞ, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করে না, তাহার শাস্ত্রেতে যে শ্রম, তাহা বন্ধ্যা গোরক্ষণের ন্যায় নিষ্ফল। হে উদ্ধব! জ্ঞানী বা কর্ম্মী, গৃহী বা সন্ন্যাসী যেরূপই হউক না, ভক্তি-হীন হইলে সকলই বিফল। আমার আশ্রিত হইয়া আমার নিমিত্ত জ্ঞান, কর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করতঃ আমাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে কিছুরই সার্থকতা হয় না। সাধুসঙ্গ-জনিত ভক্তি-যোগ ব্যতীত সংসারতরণের আর দ্বিতীয় নৌকা নাই। আমিই সেই নৌকার কাণ্ডারী, যেহেতু আমি ভক্তাধীন, এবং ভক্তগণও আমার একান্ত অধীন, অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন। বেদাধ্যয়ন, তীর্থসেবা, ব্রতাচরণ এবং তপস্যা ইহার এক একটি বা সমষ্টি ভক্তসংসর্গ বিনা আমার প্রাপ্তির কারণ হয় না। একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা কত কত দৈত্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর ও মনুষ্যমধ্যে রজস্তমস্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা বেদাধ্যয়ন করে নাই, তীর্থসেবা করে নাই এবং তপস্যাও করে নাই, কেবল আমাতে একান্ত ভক্তি ও আমার ভক্তগণের সংসর্গ দ্বারা আমাকে লাভ করিয়াছে।" (ক্রমশঃ

দেখ দেব!

দেখ দেব! চেয়ে দেখ নিরাশা-সন্তাপ।
হৃদি প্রাণ মর্ম্মস্থলে,
শত বজ্রশিখা জ্বলে,
কোথাকার এ আগুন বাড়ায় ত্রিতাপ!১
দেখ দেব! চেয়ে দেখ বিষম বিপাক;
বুক ফেটে শত খণ্ড,
সৃষ্টি যেন লণ্ড ভণ্ড,
প্রলয়ের মহা ঘোর শত ঘূর্ণিপাক।২
দেখ দেব! চেয়ে দেখ এ মহাবিভ্রাট;
মহাকাল উপনীত,
হৃদি প্রাণ বিলুণ্ঠিত,
অষ্টমীর কৃষ্ণা নিশি ভাঙ্গিল কবাট।৩
দেখ দেব! চেয়ে দেখ তীব্র অভিশাপে
নিশি দিন হাহাকার,
দহি প্রাণ ভস্মাকার,
বারিহীন মীন যেন খর রবিতাপে।৪

দেখ দেব! চেয়ে দেখ দাবাগ্নিদহন।
মরে গেছে তরু লতা,
ঝরে গেছে ফুল পাতা,
ছিন্ন ভিন্ন শোভাহীন বিধ্বস্ত কানন। ৫
দেখ দেব! চেয়ে দেখ হৃদয় আকাশ।
ঘোর অমানিশি প্রায়,
বিষাদ বিকারময়,
আচ্ছাদিত কাল মেঘে সুধাংশু-প্রকাশ। ৬
দেখ দেব! দেখ ক্ষত বিক্ষত পরাণ।
ছুরীর সুতীক্ষাঘাত,
করিছে শোণিত-পাত,
বহে যায় রক্ত-গঙ্গা কল কল তান। ৭
দেখ দেব! চেয়ে দেখ ভীষণ প্লাবন।
ভূধরের অঙ্গ ফেটে,
শত নির্ঝর ছোটে,
অশ্রুবন্যা মগ্ন করে বিশুষ্ক নয়ন। ৮
দেখ দেব! চেয়ে দেখ দীপ্ত শোকানল।
রাবণের চিতাসম,
দিবানিশি অবিরাম,
জ্বলে শিখা—দগ্ধ করে এই বক্ষঃস্থল। ৯
দেখ দেব! চেয়ে দেখ অন্তর বাতুল।
প্রবল ঝটিকামত,
বহে উষ্ণ শ্বাস শত,
উপাড়িছে আশালতা করিয়া নির্ম্মূল। ১০
দেখ দেব! চেয়ে দেখ বাহির ভিতর।
শুষ্ক ক্ষুব্ধ ভয়ে ভীত,
সর্ব্বস্ব হইয়ে হৃত,
হতবুদ্ধি জ্ঞানহারা অচল নিথর। ১১
দেখ দেব! চেয়ে দেখ তব সিংহাসন।
নিরানন্দ নিরাশায়,
গ্রাসিতেছে পায় পায়,
ভীষণ কালিমামাখা গৃহ বাতায়ন। ১২
দেখ দেব! চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ় শোক-কারা;
কঠিন নিগড় দিয়া,
আবদ্ধ করেছে হিয়া,
চিরবন্দী আজি বুদ্ধিহত আত্মহারা। ১৩
দেখ দেব! তব পদে দুঃখী পরিবার
হয়ে মহা অপরাধী,
হেঁটমুখে রহে কাঁদি,
যাহা ইচ্ছা কর দেব! বিচারে তোমার। ১৪
দেখ দেব! অতি দীন অতি দুরবল।
কেমনে সহিয়া আছি,
মরণের কাছাকাছি,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেছে—শূন্য বক্ষঃস্থল। ১৫
দেখ দেব! অমঙ্গল ঘিরে কি প্রকারে।
যেন ভূত প্রেত পারা,
আঁকাড়িয়া রহে তারা,
ফেলিয়াছে মহা ঘোর অজ্ঞান বিকারে। ১৬
বুঝিতে পারি না দেব! কোন্ কর্ম্মফলে
হাহুতাশে পলে পলে,
হৃদয় পরাণ দোলে,
ছিন্ন পদ্মপত্র যেন সিন্ধু-উর্ম্মী-জলে। ১৭
দেও দেব! দেখাইয়া তব গুণগ্রাম।
সৃষ্টির রহস্য গূঢ়,
নিত্য হেরি তবু মূঢ়,
মায়া মোহে আছি ডুবে ভুলি তব নাম। ১৮
তব ধনে হয়ে ধনী দেখিনু স্বপন।
ছিনুগো আপনা ভুলে,
নিদ্রার কোমল কোলে,
আচম্বিতে কাল ফণী করিল দংশন। ১৯
আকুল ব্যাকুল হয়ে করি গো ক্রন্দন।
বিষে জর জর হয়ে,

তোমার শরণ লয়ে,
পড়ে রহি তব পায় লইয়া বেদন। ২০
আজি দেব কেড়ে নিলে আপনার ধন;
রেখেছিনু যতনে,
সাবধানে সংগোপনে,
শত স্নেহপাশ দিয়ে করিয়ে বন্ধন। ২১
কেমনে ছিঁড়িলে ডোর হে বিশ্বপালন!
মায়ার মোহন মূর্ত্তি,
সুখময় লীলা স্ফূর্ত্তি,
বিকাশিয়া হৃদিক্ষেত্রে করিলে কর্ত্তন।২২
তোমার আজ্ঞায় দেব! হয়েছি পাষাণ,
বরষিলে বক্ষোপরি,
বজ্র শিলা ভূরি ভূরি,
(তবু) মাথা পাতি লইয়াছি এ ভীষণ দান। ২৩
এস দেব! মোদের এ বিষাদ-ভবন,
বুক ফাটা অশ্রু ঢালি,
পূজি পদ সবে মিলি,
প্রাণ যুড়ে বসো প্রাণে প্রাণের রতন।২৪

মনোজবা-রচয়িত্রী।

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান যুগে ভারতের সুসন্তানদিগের মধ্যে কালীচরণ একজন অগ্রগণ্য। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা, বাগ্মিতা, মিতাচার, শিষ্টাচার, দয়াদাক্ষিণ্য, সৌজন্য, দেশহিতৈষিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা—একাধারে সকল গুণই কালীচরণে ছিল। তিনি বিজাতীয় ধর্ম্ম—খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও স্বজাতির কল্যাণে এবং স্বদেশের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। নারীজাতির সুশিক্ষা ও উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণগত চেষ্টা ছিল। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ সভার একজন সভ্য এবং বঙ্গখ্রীষ্টীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া তিনি ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। বামাবোধিনী পত্রিকার তিনি একজন গ্রাহক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। এই পত্রিকার যখন পঞ্চবিংশ বার্ষিক জুবিলি উৎসব হয়, তখন সিটিকলেজ-ভবনে এক বিরাট সভায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। "নারীজাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার একটী বিশেষ গুণ ছিল। ইহা সাধারণ বক্তাদিগের বক্তৃতার ন্যায় কেবল বাগ্‌বিন্যাসপূর্ণ ছিল না; কিন্তু সত্য ঘটনা, সার যুক্তি ও প্রাণের গভীর ভাবে পূর্ণ থাকাতে সকলের বিশেষ হৃদয়গ্রাহিনী ও প্রাণস্পর্শিনী হইত। এক সময়ে মিতাচারিতা সম্বন্ধীয় এক মহাসভায় তাঁহার প্রাণনিঃসৃত জ্বলন্ত কথায় যুবকগণ মাদক-নিবারণ-ব্রতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজনৈতিক ও

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা সকলেও অনেকের প্রাণকে আলোড়িত করিয়া দিত। ইহার উপর তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, তাহাতেই তাঁহার প্রভাব সকলের উপর এত বিস্তারিত হইয়াছিল।

ইংরাজি ১৮৪৭ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত থন্নান গ্রামে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার রত্নগর্ভা জননীর নাম পাইলাম না। কালীচরণ বাবু বড় মাতৃ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর। তিন সহোদরের মধ্যে তিনি মধ্যম; তাঁহারা মুখ্য কুলীন ছিলেন। শুনা যায় তাঁহার পিতামহ ৬০টী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ডফ সাহেব প্রতিষ্ঠিত ফ্রিচার্চ ইনিষ্টিটিউশনের ছাত্র হইয়া কালীচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন—দর্শন শাস্ত্রে এম এ শ্রেণীর প্রথম হইয়া সুবর্ণপদক পুরস্কার পান। অতঃপর ডফ কলেজেই সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনার অবস্থার উন্নতি সাধন অপেক্ষা বিপন্ন গরিব দুঃখীর সাহায্য দান তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শেষকালে আইনব্যবসায়ে বিবেকে আঘাত লাগে দেখিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন এবং সামান্য বৃত্তি লইয়া সিটী কলেজ ও রিপণ কলেজে আইনাধ্যাপকের কার্য্য করেন। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়াতে এক সময় তাঁহাকে অতি সঙ্কট অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার পরমবন্ধু স্বর্গগত রেবরেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড সাহেব এই সময় উদ্যোগী হইয়া আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার (Testimonial) গুণগৌরবের নিদর্শনস্বরূপ দুই সহস্র টাকা তাঁহাকে দিয়া তাঁহার ক্লেশের লাঘব করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদ লাভ করিয়া তাঁহার আর্থিক অবস্থার কতকটা সচ্ছলতা হয়।

১৮৭৭ সাল হইতে তিনি সেনেটের সভ্য ছিলেন, তন্মধ্যে শেষ কয়েক বৎসর সিণ্ডিকেটের সভ্য হইয়াও কার্য্য করেন—ইতিমধ্যে ৪ বৎসর কাল রেজিষ্ট্রারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যে সময় রেজিষ্ট্রার হন, তখন লর্ড কর্জ্জনের কর্তৃত্বাধীনে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলোপ হইয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। এ সময় রেজিষ্ট্রারের খাটুনির সীমা পরিসীমা ছিল না। সেনেট ভবনে বসিয়া দিন রাত্রি তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইত। অনেক দিন আহারাদি সেখানেই সম্পন্ন হইত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার শরীরে রোগ ধরিয়াছিল, স্ত্রী ও কন্যা বিয়োগে তাহার বৃদ্ধি হয়, পরে এই খাটুনীতে শরীর একবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। বার বার বায়ুপরিবর্ত্তনে একটু একটু বল লাভ করিয়া পদোচিত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ইহাতে তিনি

ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া অবশেষে রেজিষ্ট্রারের পদ পরিত্যাগে বাধ্য হন।

কালীচরণ বাবু রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, মাদক নিবারণ, যুবকদিগের জ্ঞান ও চরিত্রোন্নতি সাধন প্রভৃতি অনেক বিভাগে কায়মনোবাক্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টানমণ্ডলী মধ্যে অভিভাবক স্থান লাভ করিয়া প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ণ জীবন-চরিতে সে সকল প্রকাশিত হইলে তিনি যে কত বড় ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর ছিলেন, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। এরূপ লোকের বিয়োগ যে সর্ব্বসাধারণের শোকাবহ ও ক্ষতিকর, তাহা বলা বাহুল্য।

মহাত্মা কালীচরণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য হইয়াছে. অনেক রাজা রাজড়ার সেরূপ হয় না। সাহেব, বাঙ্গালী, খৃষ্টান, হিন্দু মিলিয়া তাঁহার শবাধার সিমলা হইতে কড়েয়া পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন। ছোট লাট, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনরেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অনরেবল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সকল শ্রেণীর সহস্রাধিক লোক তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে গমন করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিয়াছেন।

যিশু-শিষ্য, শিশুপ্রায় সরল নির্ম্মল
শ্রীকালীচরণ—বঙ্গ-রতন উজ্জ্বল।
অগাধ পাণ্ডিত্য যশ করিয়া অর্জ্জন
অহঙ্কার কারে বলে, না জান কখন।
অধ্যয়ন অধ্যাপনা যজন যাজন,
ব্রাহ্মণের কার্য্য যাহা করিলে সাধন।
তৃণ হতে হীন, তরুসম ধৈর্য্যবান্,
অমানী হইয়া কর অপরে সম্মান।
বৈষ্ণবের মহামন্ত্র শিখিলে কোথায়
উৎসর্গি আপন প্রাণ জীবের সেবায়?
সাদাসিদে পরিচ্ছদ আহার বিহার,
সকলের সঙ্গে সুমধুর ব্যবহার।
ব্যসন-বিলাস-ভোগ-বাসনা-বর্জ্জিত,
সাধুব্রতে ব্রতী যতি সদা শুদ্ধচিত।
ইংরাজের দলে মিশি সদ্‌গুণ তাহার
জানিতে কিরূপে করা যায় অধিকার।
জানিতে ত্যজিতে বিজাতীয় দোষ
পাপ—
রক্ষিতে চরিত্র নিজ নির্দ্দোষ নিষ্পাপ।
মাতৃভূমি মহাযজ্ঞে সদা অগ্রসর,
বিদ্যা বুদ্ধি বাগ্মিতা সাহসে করি ভর।
কার্য্যে ধীর, পাষণ্ড দলনে সিংহসম,
মেষ-শিশু মধ্যে একি সিংহের বিক্রম!
গৃহে বাহিরেতে কত আপদ বিপদ,
তার মাঝে চলিয়াছ সদা স্থিরপদ।
অগ্নিপরীক্ষার মাঝে অচল অটল,
দেখাইলে কি আশ্চর্য্য বিশ্বাসের বল!
শরীর অগ্রাহ্য করে আত্মবলে বলী,
ধনমান সুখস্বাস্থ্যে দিয়া জলাঞ্জলি,
আমরণ স্বকর্ত্তব্য করিলে পালন—
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।
ঋষিকুলে জন্ম তব ঋষিত্ব লভিয়া
ঋষি-কার্য্য সাধি যাও স্বরগে চলিয়া।

বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৩এ নবেম্বর, ১৮৯১ সাল।

মানুষের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না—যত পায়, তত চায়। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। পূর্ব্বে এক মাস কাল দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গসুখ মনে হইত। এবার ৭ মাস স্বভাবের ক্রীড়াভূমি হিমালয় শিখরে বাস করিতেছি, তথাপি আরও ৫০০০ হাজার ফিট উচ্চ ফেলুট শৃঙ্গে যাইবার জন্য মন নিতান্ত ব্যগ্র হইল। বন্ধুগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কেবল যে বিফল-মনোরথ হইলাম, তাহা নয়; তাঁহারা যতদূর সম্ভব, আমার উৎসাহ-প্রদীপ্ত হৃদয়ে নিরাশার শীতল জল নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। পথের ভীষণ দুর্গমতার কথা শুনিয়া নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, ব্যগ্রতা আরও প্রবল হইল। ৩টী ইংরেজ মহিলা সহযাত্রী জুটিলেন। গোপনে যাত্রার উপযোগী আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। ক্রমে দুইটী ভদ্রলোক ও একটী স্বদেশীয়া মহিলাও আমাদের দলভুক্ত হইলেন। হৃদয়ের অদম্য উৎসাহ-স্রোত স্থানে স্থানে অনেক বাধা পাইল। ফেলুট যাইবার পথে ২টী ডাক বাঙ্গলা আছে। যাত্রীদিগকে তথায় রাত্রিবাসের অধিকার লাভের জন্য পূর্ব্বেই টাকা জমা দিয়া পাস গ্রহণ করিতে হয়। আমরা পাস লইতে যাইয়া শুনিলাম, রুষিয়ার মহাসম্রাজ্ঞবংশীয় দুইজন ব্যারণ ও কাউন্ট ইতিপূর্ব্বেই ৭ দিনের জন্য বাঙ্গলা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। দুঃখের সহিত যাত্রার দিন পরিবর্ত্তন করিলাম। এ ঘটনা আমাদিগের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল বলিতে হইবে, কারণ দুই দিনের মধ্যে বড় বৃষ্টি হইয়া আকাশ অতি পরিষ্কার হইল। প্রকৃতি যাত্রার জন্য আমাদিগকে যেন সাদরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২২এ নবেম্বর সোমবার যাত্রার দিন নিশ্চিত হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে আমরা কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ হইলাম। ১ম, একজনের আদেশে সকলকে চলিতে হইবে। ২য়, পথের সুবিধা অসুবিধার জন্য কেহ কাহাকে দোষ দিতে পারিবেন না; পথে যে কষ্ট ঘটে, সকলে অম্লানবদনে বহন করিবেন। ৩য়, প্রত্যেকে নিজ নিজ আহারীয় ও শীতবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইয়া যাত্রা করিবেন। ২২এ নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময়ে উঠিয়া প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুপ্রভাত দেখা দিল। অদূরে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে বালসূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেন আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আহারাদি সমাধা করিয়া প্রস্তুত হইলাম। সহযাত্রিগণের দোষে যাত্রা করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। আহারীয় দ্রব্য ও শীতবস্ত্র যত পারিলাম, সঙ্গে লইতে ত্রুটি করিলাম না। প্রচণ্ড

শীতের যে বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে এক এক বার ভয় হইল, পাছে বা হিমে জমাট হইয়া যাই। জুতার ভিতর তুলা পুরিয়া পরিলাম, সমস্ত ঠিক্ হইল; তবু ডাণ্ডি-ওয়ালাদিগের দেখা নাই। (যাঁহারা দার্জ্জিলিং না গিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, এ শ্রেণীর লোকগুলি কি অদ্ভুত জীব)। আমরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। উৎসাহের বেগে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিলাম, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হইল না। এমন সময়ে আমাদের বন্ধু ডাণ্ডিওয়ালাগণ দেখা দিল। তাহাদের অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর না করিয়া আমরা রওনা হইয়াছি দেখিয়া সকলেই একটু বিনীতভাব ধরিয়াছিল। আজ যে পথ দিয়া চলিতেছি, তাহা কোন মতেই দুর্গম বলিতে পারি না। আমাদের দলটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ৬টী ঘোড়া, ৯টী ভদ্রপুরুষ মহিলা এবং ২৫ জন সহিস, ঘাসিয়াড় ও ডাণ্ডিওয়ালা লইয়া চলিয়াছি। পাহাড়ী লোকেরা এ নাতিক্ষুদ্র দলটী ভাল করিয়া দেখিবার আশায় কুটীর ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরাও শ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় কখন কখন আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। স্বভাবের কি মনোহর দৃশ্য! এমন নীল আকাশ আর কখনও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। ইচ্ছা হয়, এখানেই থাকিয়া যাই। অদূরে উচ্চ নীলবর্ণ গিরিমালা প্রাচীরশ্রেণীর ন্যায় ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া যেন আকাশ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। প্রকৃতির এই ক্রীড়াভূমিতে বসিয়া সেই মহান্ শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশল চিন্তা করিতে করিতে এ ক্ষুদ্র মন অনন্তভাবে ডুবিয়া যাইতেছে। বেলা প্রায় ৩-৩০ সময়ে আমাদের প্রথম-বিশ্রাম-স্থান সুখিয়া-পুখরী পঁহুছিলাম।

স্থানটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষপূর্ণ, তাহার ছায়ায় তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্রামগৃহটী এত ক্ষুদ্র যে, কি করিয়া এতগুলি লোকের স্থান সমাবেশ হইবে, ভাবিতে পারি না। তথাপি এ গৃহটীতে মাথা রাখিবার স্থান পাইয়াই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি। একটু বিশ্রামের পর রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহার শেষ করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। ঘন বৃক্ষশ্রেণী ছাড়া দ্রষ্টব্য আর কিছুই নাই। রাত্রিতে আমরা ৬টী মহিলা এমন ভাবে শয়ন করিলাম যে, পায়ে দেওয়াল ঠেকিল। ৩টী ভদ্রলোক অনেক কষ্টে পাশের একটী ঘরে কোনমতে স্থান করিয়া লইলেন। আজকার দিনত বেশ উৎসাহে কাটিল।

২৪ নবেম্বর।

রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া প্রস্তুত হইতেছি। আজ বড় দুর্গম পথ—১৮ মাইল দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আশ্রয়-স্থান ডাক বাঙ্গলায় পঁহুছিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, একটু চা পান

করিয়া মধ্যাহ্নের আহার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। শীতের প্রকোপে ডাণ্ডিতে বসিয়া যাওয়া অসাধ্য। হাত, পা একবারে অবশ হইয়া গিয়াছে বোধ হইল। ডাণ্ডি হইতে নামিয়া অতি দ্রুত চলিলাম। প্রায় এক মাইল হাঁটিবার পর শরীর একটু গরম বোধ হইল। ক্রমাগত উপরে উঠিতেছি বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমাদের সহযাত্রী একটী ইংরেজ মহিলার উৎসাহের সীমা নাই। তিনি সকলের অগ্রে দৌড়িতেছেন এবং ফেলুট পঁহুছন পৃথিবীর মধ্যে অতি সহজ-সাধ্য কাজ বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে।

ক্রমে আমরা ইংরেজ ও নেপাল রাজ্যের সন্ধিস্থলে পঁহুছিলাম। অদূরবর্ত্তী স্তম্ভগুলি ইংরেজ অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা ইংরেজ রাজ্য ছাড়িয়া নেপালের সীমাস্থিত একটা পাহাড়ে উঠিয়া নেপাল রাজ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐখানে বসিয়াই মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে ডিম ও দুগ্ধ পাইয়া অতি আহ্লাদের সহিত ক্রয় করিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করিলাম। এবার পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবরোহণ করিতে হইবে। উপরে উঠা অপেক্ষা নিম্নাবতরণ কষ্টকর ও বিপদ্-জনক। ঘোরতর জঙ্গলের অভ্যন্তরে সঙ্কীর্ণ পথ। এখানে সূর্য্য-কিরণ কোন দিন প্রবেশ করিয়াছে, বোধ হয় না। পথের পাশে ভয়ঙ্কর খাদ, চাহিতে ভয় হয়। একটু গড়াইলে কোথায় যাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িব, ঠিক্ নাই। ঘোড়াগুলি স্বাভাবিক সংস্কারের অধীন হইয়া কেমন পা টিপিয়া টিপিয়া নামিতেছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমরাও অতি সন্তর্পণে চলিতেছি। জোঁকের যে ভয়ানক বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই অধিক সতর্ক হইয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতেছে যেন কত জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়া লইল। অমনি মোজা খুলিয়া সন্ধান করিতেছি। পরম সৌভাগ্য যে কল্পনার সাহায্যে কষ্টভোগ ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে একটীও জোঁকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যে জোঁকের ভয়ে এখানে আসিব কিনা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার দৌরাত্ম্য একবারও ভোগ করিতে হয় নাই। নামিতে নামিতে বোধ হইতেছে, যেন মুখ থুবড়িয়া আছাড়িয়া পড়িব। উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া একপ্রকার পাখী এমন পরিষ্কার শিশ দিতেছিল, যেন ঠিক্ মানুষের গলার স্বর বলিয়া ভ্রম হইল। পাখীর কণ্ঠে এমন মিষ্ট স্বর আর কখনও শুনি নাই। ক্রমে এত ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম যে, কি নীল আকাশ, কি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমাদের সহযাত্রী বাঙ্গালী মহিলা আজন্ম কলিকাতায় প্রতিপালিতা; কখন বাঘ, ভালুক, কি গণ্ডার বাহির হইয়া আমা-দিগকে গ্রাস করে, তিনি কেবল সেই কল্পনায় ব্যস্ত। এ পথে কেন আসিলেন, বলিয়া ক্রমাগত স্বামীকে অনুযোগ দিতেছেন। আমিত ব্যাপারখানা দেখিয়া

হাসিতে হাসিতে অস্থির। আমোদে পথ-কষ্ট ততটা বোধ হইল না। আমাদের ঘোড়াটা হাঁটিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া বিদ্যুদ্‌বেগে নীচের পথে ছুটিয়া গেল। এমন ঢালু পথ যে, একবার দৌড়িলে শরীরের বেগ সংযত করা অসাধ্য। পাশে ভয়ঙ্কর খাদ, এক অঙ্গুলী ওদিকে সরিলেই নিশ্চিত মৃত্যু। ঘোড়াটিকে মৃত অবস্থায় খাদে পতিত দেখিব ভাবিয়া অগ্রসর হইতে পা চলিল না। অবশেষে পর্ব্বতের মূলদেশে উপত্যকা ভূমিতে পঁহুছিয়া যখন দেখিলাম, অন্যান্য ঘোড়ার সহিত আমাদের প্রিয় টম অক্ষতশরীরে বিশ্রাম করিতেছে, তখন কত আহ্লাদ হইল, বর্ণনা করিতে,পারি না। কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

এবার অবরোহণ শেষ করিয়া কেবলই উচ্চে উঠিতে হইবে। উপত্যকা-ভূমিতে অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। সেই ঘোর শীতের মধ্যেও পথশ্রমে ঘাম ছুটিল। একটু চলিয়া ঘোর তৃষ্ণাতুর হইলাম, অথচ এ পথে ঝরণা নিতান্ত বিরল। কতক্ষণে ঝরণা পাইব, কেবল সেই চিন্তায় ব্যাকুল। সঙ্গে যে দুই একটী লেবু ছিল, তাহাতে কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা দূর করিলাম। এক এক মাইল পথ যেন দ্বিগুণ বোধ হইল। বেলা প্রায় ৪-৩০ সময়ে আমাদের বিশ্রাম-স্থান টংলু শৃঙ্গে পঁহুছিলাম। কি মনোহর দৃশ্য! চারিদিক্ দেখিয়া পথ-কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গে মুকুটের ন্যায় ডাক-বাঙ্গলা বিরাজ করিতেছে। গৃহটী সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত। বড় বড় কুঠরীতে খাট চেয়ার ইত্যাদি গৃহসজ্জা প্রচুর রহিয়াছে। পাক ও আহারাদির পাত্রও অনেক পাইলাম। একটী মহা অসুবিধার বিষয় যে, এক মাইল না গেলে জল পাওয়া যায় না। অগত্যা তথায় জলের জন্য লোক পাঠাইয়া আমরা সূর্য্যাস্তের মনোহর শোভা দেখিবার জন্য নিকটস্থ পর্ব্বত-চূড়ায় উঠিলাম। দার্জ্জিলিং সহরের গৃহাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইল। দূরবীক্ষণ-যোগে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ কত নিকটে দেখিলাম—মনে হইল যেন হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারি। বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া দেখি উঠানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন হাসিতেছে। অন্ধকারের সহিত শীতের দুরন্ত প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক কুঠরীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড জ্বলিতেছে তাই রক্ষা, নতুবা হয়ত শীতে জমিয়া যাইতাম। বিনামূল্যে যত ইচ্ছা কাঠ জ্বালাইতে পারা যায়। এই সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কতই ধন্যবাদ দিলাম। চিমনীর আগুনে পরম আহ্লাদে রন্ধন করা গেল। সারারাত্রি বোধ হয় ৫।৬ মণ কাঠ জ্বালাইয়াছি। চিমনীর নিকট খাট আনিয়া শয়ন করিলাম। জল জমে কি না দেখিবার জন্য দুই গ্লাস জল বাহিরে রাখিয়া দিলাম। ৪টার সময়ে আবার যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল।

মাসের জল ঠিক্ পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়াছে দেখিয়া কত আহ্লাদ হইল, বলিতে পারি না। তাপ ২৯ ডিগ্রীর উপরে উঠিল না দেখিয়া আরও আশ্চর্য্য বোধ করিলাম।

২৫এ নবেম্বর বুধবার সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য আবার উচ্চ শৃঙ্গে উঠিলাম। এবার বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুরন্ত শীতে পা দুইটী হঠাৎ একেবারে অবশ হইয়া গেল, ঠিক্ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলাম। সে পার উপর কোন মতেই শরীরের ভার রাখিয়া দাঁড়াইতে পারি না। এ দিকে যাত্রার জন্য সঙ্গীরা ডাকিতেছেন। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া পা দুখানি অনেক সেঁকিতে সেঁকিতে সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা হইতে মুক্তি পাইলাম। ৭-৩০ সময়ে ছন্দকণ্ডু অভিমুখে চলিলাম, এই মনোহর দৃশ্য ছাড়িয়া যাইতে মন চলিতেছে না।

(ক্রমশঃ)

স্বর্ণপ্রভা বসু।

অমলা।

(৫২২ সংখ্যা—৩১২ পৃষ্ঠার পর)

একে শীতকাল; তাহাতে আবার মাঘ মাস। যে শীতে মহিষের শিং নড়ে; বৃদ্ধের দন্ত পড়ে; কোকিলের তান হরে; বিষধর গর্ত্তে মরে; এহেন শীতকালেও নবদ্বীপের পথে এত জনতা কেন? নবদ্বীপে মহোৎসব; এই মহোৎসবের নাম ধূলোট। ভারতের কত দূর দেশ হইতে অসংখ্য বৈষ্ণবের দল পঙ্গপালের মত চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন; খড়িয়া নদী-বক্ষে নৌকাস্থিত স্ত্রী পুরুষদিগের সমস্বরে উচ্চারিত ভগবদ্গীতি শ্রুত হইতেছে; এবং সেই সকল নৌকা আজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যাত্রিবর্গকে লইয়া নবদ্বীপের দিকে ছুটিতেছে। যেখানে খড়িয়া নদী নবদ্বীপের পূর্ব্বতীরস্থ গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের দৃশ্য কি মনোরম! তন্নিকটস্থ তীরে উপবিষ্ট হইয়া নবদ্বীপের পানে তাকাইলে মনে অতি পবিত্র ভাবের উদ্রেক হয়। একে কুল কুল-নিনাদিনী শ্লথগমনা গঙ্গা, তাহার সহিত গম্ভীর-নিনাদিনী বেগবতী খড়িয়া মিলিতা; উভয়ে যেন অদ্য পরস্পরের মিলনে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া চক্রাকারে নৃত্য করিতেছেন; উভয়ে যেন দণ্ডক্ষণ ধরিয়া কাণে কাণে ফুস্ ফাস্ করিয়া গোপনীয় কথাগুলি বলিবার অবসর পাইলেন; উভয়েই যেন নিশ্চল; কাজেই নৌকাও অচল। পরে মাল্লার বংশদণ্ডস্পর্শে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হওয়ায় যাত্রিগণকে গন্তব্য

স্থানে পৌঁছিয়া দিতেছেন। নদীয়ার নহবতের শব্দে সেই স্থানে যাইবার জন্ম মন ব্যাকুল হইয়া উঠে; মনে হয়, বুঝি ঐ স্থানে গমন করিলেই অচিরাৎ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। নগরের মধ্যে অসংখ্য কীর্ত্তনের দল হরিগুণ গান করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। বেলা প্রায় শেষ হয় হয়, এমন সময় একটী কীর্ত্তনের দল গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল; ঠিক্ সেই সময়ে তিন চারিখানি নৌকা যাত্রিসহ তীরে গিয়া লাগিল। যাত্রীদিগকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কীর্ত্তন চ[লি]তে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন কীর্ত্তনদল নগরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, অনেকেই দলের অনুসরণ করিলেন; কেহ কেহ বা কতকদূর গিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন; কিন্তু দুইটী দরিদ্র যে সেখানে পড়িয়া রহিল, সে দিকে কেহই তাকাইল না।

এ দুটী আমাদের অমিয় ও অমলা; তাঁহারাও আজি নৌকায় চাপিয়া নদীয়ার ঘাটে পৌঁছিয়াছেন। যাত্রী চলিয়া গেলেও ঘাটে স্নানার্থে অনেক লোকজন ছিল; সেইজন্য তাঁহারা ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন:—

"বৌদিদি! নৌকায় আসবার সময় একটা কথা শুনলে?"

"কি কথা?"

"নৌকা পার হবার সময় কে একটি স্ত্রীলোক বল্লে যে সে বনচারীর বাগানে যাবে; সেখানে নাকি অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী থাকেন।"

"হাঁ, আমিও সে কথা শুনেছি।"

"সেখানে আমরাও গেলে হয় না?"

"আমারও সেখানে যাওয়া মত; শুনেছি, নবদ্বীপের মধ্যে যত ভাল ভাল সন্ন্যাসী সব বনচারী বাগানেই থাকেন; আর তাঁরা কার ভাগ্যে কি হবে, তাও বলে দিতে পারেন।"

"তবে বৌদিদি, সেখানেই আগে চল।"

"এখন তো সন্ধ্যা হয়ে এলো; পথেই তো শুনতে পেলাম যে, লোক কিছু দু পয়সা করে দিলে এখানে ঘরভাড়া মেলে। আমরাও চল একটা ঘর ভাড়া করিগে। সন্ন্যাসীর কাছে যেতে হলেতো আর এ বেশে যাওয়া চলবে না; তাঁরা সব বুঝতে পারেন; স্ত্রীলোকের বেশেই আমাদিগকে যেতে হবে।"

"তা হলে কখন যাবে?"

"আজই রাত্রে।"

"রাত্রে কি করে যাবে? পথত জান না?"

"আজ কাল প্রায় সমস্ত রাতই পথে লোক; যাকে জিজ্ঞাসা করব, সেই পথ বলে দেবে। আরও শুনলি যত যাত্রী আগে বনচারী বাগানেই যায়; তা হলে আর ভাবনা কি? লোকের সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

"বেশ কথা, তাই হবে।"

যুক্তি স্থির হইল; তাঁহারা বাটীভাড়ার অনুসন্ধানে চলিলেন। গঙ্গার ঘাট হইতে

দুই শত হাত আন্দাজ পশ্চিমমুখে গমন করিবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনেক যাত্রী প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহারাও সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং ইহাও শুনিলেন যে সেই বাটীতে দুই শত যাত্রী থাকিবে। এত লোকের মধ্যে তাঁহাদের থাকিবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তাঁহারা সেই বাটীর পশ্চিম দিকে অন্য একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে রাত্রির জন্য দুইজনে এক আনা চুক্তি করিয়া একটী ছোট কুঠারী ভাড়া করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশ হইতে ২৫,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ষ্টেট সেক্রেটারী মোর্‌লি সাহেবের নিকট অর্পিত হইয়াছে। প্রার্থনা—মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশকে একজন গবর্ণরের অধীন করা হয়, অথবা বঙ্গভাষাভাষীদিগকে একজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন করিয়া দেওয়া হয়।

২। পরলোকগত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে শোক-সভা হইতেছে।

৩। আমরা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম থিওজফিকাল সোসাইটির সংস্থাপক ও সভাপতি কর্ণেল অলকট গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মান্দ্রাজের আডিয়ার নামক স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহা সমারোহে তাঁহার দেহের অগ্নি সংস্কার হইয়াছে। বিবি বেজাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা টাউনহলে বিরাট শোক-সভা হইয়াছে।

৪। মেং কে, জি, গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের [illegible] মেম্বার হইয়াছেন। ইনি বিলাত- যাত্রা করিলে অনারেবল ডবলিউ, সি, ম্যাক্‌ফার্সন, ঐ পদে কার্য্য করিবেন।

৫। আরবুথনট দেউলিয়া ফণ্ডের সাহায্যার্থ ৩২ লক্ষ টাকা মাত্র উঠিয়াছে। দেনা ৩ কোটি।

৬। ভাওলপুরের নবাব মক্কা তীর্থ হইতে ফিরিয়া পথে এডেনে ২ দিনের পীড়ায় গতায়ু হইয়াছেন। এক দুই বৎসরের শিশু তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

৭। এক দিকে ইংরাজ বণিক্‌গণ—অন্য দিকে জাপানীগণ ভারতের জীবন-সম্বল তণ্ডুল হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভারতবাসীদের উপায় কি?

৮। প্লেগ ভয়ে মান্দ্রাজে ২ লক্ষাধিক ইন্দুর হত্যা হইয়াছে।

৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সাড়ে ৪৪

কোটি টাকার কোম্পানির কাগজ চলিত আছে ; তন্মধ্যে কলিকাতা কেন্দ্রে প্রায় সওয়া ২০, বোম্বাই সাড়ে ১০ ও মাদ্রাজ সওয়া ৫কোটি। এ টাকার কি উৎকৃষ্টতর ব্যবহার হইতে পারে না ?

১০। আগামী উপনিবেশিক কনফারেন্স সভায় ষ্টেট্‌ সেক্রেটারী মোরলি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

১১। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই ও ২রা মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন সভা হইয়াছে। বেথুন কলেজের কুমারী হিরণ্ময়ী সেন ও বাসন্তী মিত্র 'বি এ' উপাধি পাইয়াছেন।

১২। সার জাহাঙ্গীর কাউয়াসজি সাধারণ হিতার্থ আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। গত ৪ঠা মার্চ্চ ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোট লাট সপত্নীক উপস্থিত হইয়া সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

১৪। সীমান্ত প্রদেশে নিম্ন শিক্ষার জন্য ৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৫। কুমারী ওয়েষ্ট বি, এ, যুক্ত প্রদেশের প্রথম স্কুল-ইনস্পেক্‌ট্রেস হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। স্বদেশীয় প্রাতঃকৃত্য—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। হিন্দুজীবন যে ধর্ম্মজীবনে পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ ধর্ম্ম হিন্দুর পক্ষে নিত্যকরণীয় সাধন ছিল—নৈমিত্তিক বাহ্য ব্যাপার ছিল না। প্রতিদিনের কর্ত্তব্য আবার ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাতঃকৃত্য দৈনিক সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মসাধন ছিল। কবিরত্ন মহাশয় এই সনাতন ভিত্তির উপর বর্ত্তমান কালের ভারতবাসীদিগের জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর, মাতা, পিতা, গুরু ও মাতৃভূমির প্রতি ভক্তিসঞ্চারের উপযোগী অতি সরল সংস্কৃত ও বাঙ্গলা কবিতায় নিবদ্ধ কয়েকটী মন্ত্রযোগে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আশা করি প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী এই পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ইহার মহোদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইবেন। গ্রন্থকার কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ইহার স্বত্বাধিকার উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সদুদ্দেশ্যের সহায়তা করাও সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য।

২। যুগলাঞ্জলি—শ্রীমতী স্নেহলতা সেন ও ললিতা গুপ্ত প্রণীত। এই ভগিনী যুগল মাননীয় জষ্টিস বি, এল, গুপ্ত এবং স্বর্গীয়া সৌদামিনী গুপ্তের

কন্যা। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রীদ্বয়ের জননী বামাবোধিনীর প্রাচীন লেখিকা ছিলেন। শ্রীমতী ললিতার Garland of Fancies অর্থাৎ কল্পনামালা নামক ইংরাজী কাব্যের কয়েকটী কবিতা বামাবোধিনীর ইংরাজী স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সকল কবিতাই সরল, সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ-ভাব-পূর্ণ। স্নেহলতা-রচিত বিচিত্র গল্পের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। যদিও তাহার অনেকগুলি ইংরাজি গল্পের সাহায্যে লিখিত, তথাপি সকলগুলিতেই নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল-গুলিই অদ্ভুত ও সুখপাঠ্য—পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। যুগলাঙ্গুলি নিজ গুণে সাহিত্যসমাজে আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

৩। সাধনা—শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী-রচিত, মূল্য ৮০ আনা। ইহা সুভাব-পূর্ণ নানাবিষয়িণী কবিতা পুস্তক। গ্রন্থ-প্রকাশক লিখিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতা-রচনা প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য নহে, আত্ম-প্রসাদের জন্য। বস্তুতঃ গ্রন্থ পাঠে তাহাই প্রতীত হয়। সাধক যেমন তদ্গতচিত্ত হইয়া আপনার ইষ্ট দেবতার সাধনা করেন, ইনি সেইরূপ তদ্গতভাবে স্বাভাবিক মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি স্বয়ং যেমন চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকারাও সেইরূপ করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা বার বার পাঠ করিয়া ইহার মধুরতা অধিকতর আস্বাদন করিয়াছি। লেখিকা বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের নিকট অপরিচিতা নহেন। তাঁহার লিখিত সুন্দর সুন্দর গদ্য পদ্য রচনা বামাবোধিনীর স্তম্ভ সুশোভিত করিয়াছে। ইঁহার লেখনী সাধনাপথে সিদ্ধিলাভ এবং বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিবে আমাদের সম্পূর্ণ আশা।

বামারচনা।

বর্ষশেষে।

অনন্ত কালের স্রোতে বর্ষ ভেসে যায়!
নিয়তির গতি এই কে রোধিবে হায়!
বিহগ করুণ স্বরে,
বিদায়-সঙ্গীত করে,
পবন উদাস ভাব জগতে জানায়—
জনমের মত অই বর্ষ চলে যায়। ১

অতৃপ্ত বাসনা রাশি বুকে লয়ে কত
অতীতের কোলে বর্ষ হলো চির-গত।
বরষের শেষ রবি,
ধরি ক্ষীণ ম্লান ছবি,
ধীরে ধীরে অস্তমিত গগনের গায়।
আঁধারে ঢাকিল অই চারু বসুধায়। ২

কত আনন্দের কথা লয়ে বর্ষ সুখে,
কত ব্যথিতের ব্যথা লয়ে যায় বুকে।

কাহারো নয়ন ধার
মুছাতে নাহিক আর,
ফিরিয়ে আসিবে বর্ষ পুনঃ এ ধরায়।
বরষের শেষ শশী হাসে নীলিমায়। ৩
অতীতের কোলে অই বর্ষ যে লুকায়,
শত নয়নের জলে ফিরিয়ে না চায়!
কত না হর্ষের হাসি,
কত বা বেদনা রাশি,
বুকে লয়ে যায় বর্ষ ফিরিবে না আর,
স্মৃতিটুকু পড়ে শুধু রহিল তাহার! ৪
মরীচিকাসহ হায়! আশার ছলায়
কাটিল জীবন এবে জ্বলি যাতনায়।
অই বর্ষ যায় চলে,
এ পোড়া নয়ন-জলে,
রোধিতে তাহার গতি না পারিব আর।
আঁকিছু শুধুই হৃদে কল্পনার ভার। ৫
আশায় আশায় কত বর্ষ গেছে চলে!
বিদায় দিয়াছি সবে নয়নের জলে!
শুধু দুঃখময় গীতি,
শুধু দুঃখময় স্মৃতি,
জলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে হিয়ায়,
শুধুই কাঁদিছে প্রাণ মরম-ব্যথায়। ৬

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

মার্জ্জনা।

আমারে মার্জ্জনা কর ক্ষুদ্র হয়ে আমি,
তোমার চরণ তরে, দাঁড়ায়েছি স্বামী!
আমি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ, তুচ্ছ ধূলিকণা—
আমার গো অপরাধ করিও মার্জ্জনা।
এই মহা-অধিকার, তুমিই দিয়াছ তাই,
আজি দুটী ম্লান আঁখি তুলি তোমা
পানে চাই।
তোমারি মুখের পানে মন্ত্রমুগ্ধ মত,
অতীত পুরাণ স্মৃতি দিতেছে ধিক্কার শত।
প্রাণের গভীর স্থলে,
বাজিতেছে সংগোপনে,
তুমি প্রভু অপরাধ ক্ষমা কর মোর,
ভাল করে বেঁধে দাও জীবনের ডোর—
পিতা গো, তোমার পায়।
দুটী আঁখি নিরাকুল,
জীবনের ত্রুটি ভুল
আজিকে মার্জ্জনা চায়।

শ্রীসরলা দত্ত।

মাসীমার বিলাপ।

তুই যে আমার বুকের ধন!
আয় কোলে আয়, স্নেহ মমতায়,
রেখে দিব তোরে করে যতন। ১
বহুদিন হতে আমারে ছেড়ে।
কোথা চলে গেলে, আর না আসিলে,
বুক থেকে মোর কে নিল কেড়ে? ২
হৃদয়েতে মোর এখনো যে ভাসে
সেই মুখখানি, সেই যে চাহনি,
ভেসে ভেসে মোর পরাণে আসে। ৩

মনে হলে পরে সেই সব কথা—
সেই শিশু বুলি, সেই কথাগুলি,
পরাণেতে মোর বাজে যে ব্যথা। ৪
তোমার!
অভিমানে-ভরা সেই দেহখানি।
আদর করিলে, যেতে তুমি গলে,
স্বর্গের আনন্দ দিতে তুমি আনি ৫
সকলের চেয়ে ভালবাসি আমি।
শুনে 'মাসী' বুলি, আপনারে ভুলি,
তাও কিরে ধন! জাননাক তুমি? ৬
(অহো!) যাস্ কোথা তুই আমারে ফেলিয়া?
সকলি গিয়াছে তোমার সহিত,
স্মৃতিটুকু শুধু রয়েছে পড়িয়া। ৭

শ্রীইন্দুবালা—যশোহর।

বিশ্বনাথ।

ওহে বিশ্বদেব! তব পদে প্রণমামি,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শোকাতুরা আমি।
তুমি ত দেবের দেব অনন্ত-মূরতি,
চাহিতে তোমার পানে নাহিক শকতি।
হের দেব! হের দেব! অকূল পাথার,
সহিতেছি কত কষ্ট—অন্ত নাহি তার।
কত শোক—কত ব্যথা আজি এ সংসারে
ভাসা'তেছে পরিবারে শত অশ্রুধারে।
ওহে শম্ভু! ওহে নাথ! কে মুছাবে আঁখি?
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ এ কষ্টেতে রাখি?
বিশ্বনাথ! তব পায় করি নিবেদন—
ঘুচাও মোদের এই আকুল ক্রন্দন।

কুমারী সুনীতি দেবী, বেনারস।

কাশীতে অন্নপূর্ণা।

আনন্দরূপিণী অন্নপূর্ণা মা আমার,
ধরাধর অনশ্বর রচিত তোমার।
কাশীর জীবনসার পাষাণ-প্রতিমা!
সোণার মুখোস পরি রয়েছ কেন মা?
পাষাণের মুখে তব স্বর্ণমুখ দিয়া
নিদারুণ পাণ্ডাগণ রেখেছে ঢাকিয়া।
দুই ভুজ, পদাম্বুজ নূপুরে সজ্জিত,
যাত্রিদল গঙ্গাজল দিতেছে নিয়ত।
প্রস্তরের অলঙ্কার দিব্য অঙ্গে ভরা,
এক হস্তে কাঠি তব, অন্য হস্তে সরা।
সরা কাঠি নিয়ে তুমি কাশীর কল্যাণে
অন্নপূর্ণা আছ ব্যস্ত সদা অন্ন দানে।
বিশ্বেশ্বর গড়েছেন বারাণসী পুরী,
অন্নপূর্ণা বিরাজেন রাজ-রাজেশ্বরী।
কিন্তু অন্নদায়িনীর শীলার শরীরে,
রাণী-জনোচিত সাজ শোভা নাহি করে।
রাজরাজেন্দ্রাণী যিনি তাঁর দীন সাজ,
দীন বেশে তোষে মাতা দরিদ্র সমাজ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. Love is the fulfilment of all laws. He that loveth another hath fulfilled the law.

2. We should not be overcome of evil but should overcome evil with good.

3. Anger, says the Sastra, should be conquered by forgiveness, wickedness by goodness, meanness by generosity, and untruth by truth.

4. The spiritually-minded men should not be conformed to the world but should be transformed by the renewing of their mind, so that they may prove what is that good, acceptable and perfect will of God.

5. How fortunate we are, if we can present our bodies a living sacrifice acceptable unto God !

The subjects of H. H. the Gaekwar of Baroda celebrated his Silver Jubilee on the occasion of his Birth day Anniversary on the 5th March 1907. It is proposed to erect a statue of Sir Syaji Rao on a conspicuous site in Baroda.

Her Holiness Mataji Maharani Tapaswini is, we are sad to hear, very ill from "a bad cancer in the throat."

Five Indians are among the successful candidates at the recent competitive examination for commissions in the I. S. M. They are :—Perzone. K. Tarapor, Satis Chundar Chuckerburty, Dwarkanath D. Kamat, and Sorabji J. Bhathens and Mr. S. B. Mehta.

THE FETE ORGANISED UNDER THE SCHEME of Lady Minto's Nursing Association which is under the patronage of H. M. the Queen Empress of India, and H. R. H. the princess of Wales and of her Grace the Duchess of Connaught, is for furthering the scheme to improve the present supply of trained nursing sisters for general service throughout India, principally Northern India. The number of sisters, to begin with, will be about forty in the Punjab (including Cashmere, and North-West Frontier Province), the United Provinces, Eastern Bengal and Assam, Rajputana and Central India, the Central Provinces, Baluchistan and Burma. The nursing sisters must, as a rule, have been trained in England. English ladies trained in recognised Indian hospitals will also be eligible. Each sister will receive Rs. 75 a month with board, lodging, and attendance, but without a pension or gratuity. But after three years' service they will get an increment of ten rupees a month, till the amount reached is Rs. 105. The Fete is designed also to benefit the Calcutta hospitals.

OFF TO ENGLAND.—Srimati Sarojini Das B.A., daughter of Babu Ram

Saday Das, Extra Assistant Commissioner, Sylhet, is proceeding to England to complete her education there, with a view to devote herself to the furtherance of female education in India on her return.

Lord Curzon has been nominated to the Chancellorship of Oxford University.

THE ANNUAL EXODUS:—The Office of the Government of India will close in Calcutta on 30th of March and open at Simla on Ist April.

THE Viceroy will reach Simla about the middle of April, after halting at Dehra *en route*.

Mr. Charles Hobhouse has been appointed Under-Secretary of State for India.

RICH AMERICANS' GIFTS.

The richmen of the United States have given in charities during the year 1906 the enormous sum of £21,2000,000 (about 600 crores of Rupees) either in the forms of gifts or bequests in their wills.

The largest donor is, as usual, Mr. Carnagie who has given in all £3,214,800, He gave £54,600 to libraries, £1,633,430 to education, and £2,000 for the church organs.

The second largest giver is Mr. Rockefeller whose total is £1,417,000.

Other large contributions are as follows:—

Mr. C T Yerkes, by will to found Yerkees Hospital	1,800,000
Mr. C T Yerke's, by will to found Yorks Art Gallery	1,000,000
Mr. Marshall Field by will to Field Museum	1,400,000
Mr P. A. B Widener, gift to found Home for Crippled Children	1,600,000
Mr Dauid Rankin, St Louis, gift to Industrial School	400,000
Mrs. Marianne Brimmer, Boston, gifts to Museum of Fine Arts	263,000
Mr. D. B. Skipman, Chicago, by will to charities	240,000
Mr W. V. Lawrence, New York, gift to charities	200,000
Mr. Charles Fergus, Philadelphia, will to Audubon Society	200,000
Mr Albert Wilcox, Seabright, N J will to Audubon Society	200,000
Mr C E Schoelkopf, Kansas City, Mo., by will to charities	200,000

MRS. ANNIE WAKEFILD, who has just died in her eighty-fourth year at London-Road Northwich leaves ten sons and daughters, thirty-seven grandchildren and thirty-eight great-grandchildren.

THE death is announced, at the ripe age of 76 of Miss Helen Taylor, the celebrated step-daughter of John Stuart Mill, who brought out his posthumous work "Three Essays on Religion," and helped him materially in writing his treatise on "The Subjection of Women" after the death of her mother.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 524. April, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৪ বর্ষ। ৫২৪ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩১৩। এপ্রেল, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—রাজভ্রাতা কনটের ডিউক সস্ত্রীক গত ৭ই মার্চ্চ কলিকাতায় উপনীত হন এবং ১২ই মার্চ্চ এথান হইতে প্রস্থান করেন। শুনা যায় লর্ড কিচেনারের স্থানে তিনি ভারতের প্রধান-সেনাপতি হইবেন।

রাজ প্রতিনিধি ও প্রধান সেনাপতি রাজবংশীয় হওয়াই প্রার্থনীয়।

কুমিল্লা গোলযোগ—শুনা যায় নবাব সলিমূল্লা কুমিল্লায় আগমন করিয়া মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন, তাহাতে তথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া একটী মুসলমান বালক হত ও কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান আহত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ ও রাজকর্ম্মচারীদিগের ঔদাসীন্য এই ঘটনায় মুখ্য কারণ।

বিদেশী আমীর এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন চেষ্টা করিলেন, আর দেশের রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে অক্ষম, ইহা দুঃখের বিষয়।

নূতন কটনমিল—বরদারাজের রৌপ্য জুবিলি উপলক্ষে একটী নূতন তুলার কারখানা খুলিয়াছে। বরদারাজ একটী সুন্দর বক্তৃতায় এদেশে বাণিজ্য অপেক্ষা শিল্পোন্নতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসর সকল পরীক্ষাতেই প্রার্থিসংখ্যা কম হইয়াছে। প্রবেশিকায় ১২০০, এবং এফ, এ তে প্রায় অর্দ্ধেক কম। কলিকাতা-কেন্দ্রে পরীক্ষার্থিনী প্রবেশিকায় ৩১, এফ এ ও বি এ পরীক্ষায় মোট ১৯টী মাত্র। অন্যান্য স্থানে আশা অল্প।

গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তি—এ বৎসর বাবু মন্মথকুমার রায় (B. C.) এবং সি, ই, আসক্রফট্ ছাত্রবৃত্তি পাইয়া শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

শিল্পবিজ্ঞান-সমিতির ছাত্রবৃত্তি—সমিতি হইতে নিম্নলিখিত ১৮টী যুবক ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন :—

পি, সি, দাস এম এ (গণিতে ১ম) ১০০, ইঞ্জীনিয়ারীং কলেজের বি ই পরীক্ষোত্তীর্ণ একটি যুবক ১০০, বেহারের মনসওয়ার প্রসাদ বি এ, বি কোর্স ৫০, মকবুল হক বি এ, ৫০, আসামের পি, বড়ুয়া ৫০, এ, দত্ত বি এ, বি, কোর্স ৫০, এম, এল্ গোস্বামী এম্ এ, ২৫, বরিশালের এ, কে সেন বি এ, বি কোর্স ২৫, কলিকাতার বি, কে বসু বি এ, বি কোর্স ২৫, নদীয়ার এস মল্লিক ২৫, ২৪ পরগণার এন্, এন্ দত্ত ২৫, স্বাধীন ত্রিপুরার পি, এম্ দেববর্ম্মা ২৫, খুলনার এস, পি রায় ২৫, চট্টগ্রামের পি, কে বিশ্বাস ২৫, হুগলীর বি, সি ঘোষ ২৫, ময়মনসিংহের আর, সি রায় ৫০ টাকা।

এতদ্ভিন্ন কয়েকটীকে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমনের পাথেয় ও ছাত্রবেতন দেওয়া হইয়াছে।

ট্রান্সভালে স্বায়ত্তশাসন—বুয়ার যুদ্ধের সন্ধিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সভালে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন, এখন সে অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন। বুয়ার সেনাপতি বোথা মন্ত্রিসভায় প্রধান স্থান লাভ করিয়াছেন।

বিনারক্তপাতে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে যদি স্বায়ত্তশাসন দেন, তাহাতে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি এবং দেশবাসীদিগের অসন্তোষ ও অশান্তি দূর হয়।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণনীয় ৬ জন—লাহোরের হিন্দুস্থানপত্রিকা ১০০ টাকা পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৬ জনের নাম চান, তাহাতে ১৮০০ ব্যক্তি নাম পাঠান এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে— ১ম—দাদাভাই নৌরজি, ২য়—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য়—গোখলে, ৪র্থ—তিলক, ৫ম—বরদা-রাজ গাইকোয়াড় এবং ৬ষ্ঠ—লাজপৎ রায়।

এরূপ আল্গা গণনা সর্ব্বস্থলে ঠিক্ হয় না এবং সময় সময় স্ববিরোধী আকারও ধারণ করে। এথেন্সে দেশহিতৈষী আরিষ্টাইডিস জনসাধারণের অধিকাংশের অপ্রিয় হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

প্রাদেশিক সম্মিলনী—গুডফ্রাইডের ছুটির সময় বহরমপুরে বঙ্গ-প্রাদেশিক সম্মিলনী ও তৎসঙ্গে সাহিত্যসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন।

মজিলপুর জয়নগর প্রদর্শনী—২৪ পরগণার মজিলপুর জয়নগর হিতৈষিণী সভার ৩য় বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ১৫ই হইতে ১৭ই চৈত্র পর্য্যন্ত একটী কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছে। এ অঞ্চলে এ দৃষ্টান্ত এই প্রথম। মহিলাদের জন্ত প্রদর্শনীর এক বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ অশ্রুকণার কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনী ও বসন্তকুমারী হোম মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন।

রঞ্জিতসিংহের অভিষেক—গত ১১ই মার্চ্চ মহারাজ রণজিৎ সিংহজীর অভিষেক হয়। তিনি জামনগরের জাম হইয়াছেন। ফিটজিরাল্ড সাহেব অভিষেচকরূপে গবর্ণ-

মেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাটিবারের ও অন্যান্য স্থানের রাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্নিকাণ্ড—(১) ১২ই মার্চ্চ পেসওয়ার সহরে আগুন লাগিয়া ৫০ খানি দোকান ভস্মসাৎ হইয়াছে।

(২) ১১ই মার্চ্চ মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ড গৃহে হিপাক প্রাসাদে আগুন লাগিয়া মহা ক্ষতি হইয়াছে।

(৩ ১২ই মার্চ্চ ঢাকার জিঞ্জিরায় আগুণ লাগিয়া একটী বাজার ভস্মসাৎ ও অনেক সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—কলিকাতায় আগামী বৈশাখে এক ধর্ম্মশিক্ষার (Theological) কলেজ খুলিবে। ইহার অধ্যক্ষসভায় সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি আছেন। বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ ইহার সভাপতি এবং বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

এই বিদ্যালয় দ্বারা ভারতে ধর্ম্মশিক্ষার নবযুগ অভ্যুদিত হউক, আমাদের এই প্রার্থনা।

বৃহত্তম হীরক—ট্রান্সভাল খনি হইতে কুলিনান নামক এক সাহেব যে হীরকখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা ৩০২৪৮ ক্যারাট, ওজনে প্রায় /১; ইহার জন্য ৫২ হইতে ৮৪ লক্ষ টাকা দাম আসিয়াছে।

লেডী মিণ্টোর বিলাত যাত্রা—গত ১৪ই মার্চ্চ রাজপ্রতিনিধিপত্নী কয়েকটী আত্মীয়ের সহিত বিলাতযাত্রা করিয়াছেন।

পঞ্জাবীর আপীল বিচার — জজের বিচারে পত্রি‍কাধ্যক্ষ যশোবন্ত সিংহের ২ বৎসর পরিবর্ত্তে কঠিন শ্রমসহ ৬ মাস কারাবাসাজ্ঞা হইয়াছে, সম্পাদকের প্রতি কোনও অনুগ্রহ হয় নাই। পঞ্জাব চিফ কোর্টে আপীল হইয়াছে।

লেডি মিণ্টো ফেট—ইহাতে ৩,৫০,০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। এই টাকার বণ্টন নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে:—

১০ হাজার টাকা সৈনাদিগের জন্য; ৫ হাজার টাকা অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহার্থ; কলিকাতা নার্সিং এসোসিয়েসন ১ লক্ষ; মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতাল, ইডেন হাঁসপাতালে রোগীর স্থান বৃদ্ধি ও মেডিকাল কলেজে রঞ্জন আলোকাগারের জন্য ২০ হাজার; লেডি মিণ্টোর নার্সিং এসোসিয়েসন ৭০ হাজার; প্রেসিডেন্সী জেনারল হাঁসপাতাল ২০ হাজার; ভিক্টোরিয়া ডফরিণ হাঁসপাতাল ২৫ হাজার; ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল নর্সদের জন্য ৪০ হাজার; মেও হাঁসপাতাল নর্সদের জন্য ২৫ হাজার; কলেজ অব্ ফিজিসিয়ানস্ ও সার্জ্জনস্ ১০ হাজার; আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল ১০ হাজার; শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল ১০ হাজার; সৈন্যদের পারিবারিক হাঁসপাতাল ২ হাজার টাকা।

কর্জনের গ্রহশান্তি—লর্ড কর্জনের পুনরায় সৌভাগ্যোদয়—তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোজবেরীকে হারাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর হইয়াছেন।

অমলা।

(৫২৩ সংখ্যা—৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

যে স্থানে অমিয় ও অমলা অবস্থান করিতেছিলেন, সে স্থান হইতে বরাবর পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী কালীমন্দিরে পৌছান যায়। সে স্থানটীকে "পোড়ামা তলা" বলে। স্থানটী বেশ মনোরম; একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষতলে এক ভগ্ন মন্দির অবস্থিত। এটী প্রকৃত মন্দির নয়; বটবৃক্ষের শিকড়ে এরূপ আকৃতি হইয়াছে যে তাহা দেখিলেই মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ এখানে একটী ছোট মন্দির ছিল; এক্ষণে বৃক্ষশিকড় সেই মন্দির বিচূর্ণ করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মন্দিরের ঠিক্ উত্তরে অন্য একটী প্রকাণ্ড কালীমন্দির।

অমিয় ও অমলা পূর্ব্বোক্ত "পোড়ামা তলায়" উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বহু নরনারী নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে নানা প্রকার 'মানসিক' করিতেছে। তাঁহারাও মনে মনে মানসিক করিলেন 'যেন পোড়া মা তাঁদের হারানিধি ছটী মিলাইয়া দেন'। এই স্থানেই রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। তার পর তাঁহারা সেই স্থানেই বনচারীর বাগানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বনচারী বাগান সেস্থান হইতে দূরবর্ত্তী অবগত হইয়া পরদিবস সন্ধ্যাকালেই তথায় গমন করিবার মানস করিলেন। সে রাত্রে তাঁহারা অন্যান্য দেবমন্দির দেখিতে লাগিলেন। কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইল না; দলে দলে লোক চলিতেছে, কোনও এক দলের অনুসরণ করিলেই একটী না একটী দেবমন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এ সময় নবদ্বীপের পথে দিবারাত্র সমান জনতা; চারিদিকে একটী ধর্ম্মের ও পবিত্রতার ছায়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ছায়াই যথার্থ উপকারে আইসে; ছায়া অনুসরণ করিয়া প্রকৃত বস্তুর নিকট অগ্রসর হইলেই বিপদ; উপরে যত চাকচিক্য, ভিতরে সেরূপ নয়। মফস্বলস্থ সরলা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের আশায় এসময় নবদ্বীপে কত যে ধর্ম্মব্যবসায়ীর ও ভণ্ডতপস্বীর আবির্ভাব হয়, তাহা একবার মাত্র অবলোকন করিলেই সম্যক্ বোধগম্য হয়। যে নবদ্বীপ এক সময়ে ভগবৎপ্রেমে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল;—যে স্থানের মনুষ্য এক সময় দেবতুল্য ছিলেন, এক্ষণে ছল, কুটিলতা, প্রতারণা সেই স্থানের মনুষ্যের ভূষণ হইয়াছে; যে স্থানে সূর্য্যোদয়ের ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বহইতে গঙ্গাবক্ষ কতশত মহাত্মার মুখোচ্চারিত বেদগীতিতে পরিপূর্ণ হইত এবং সন্ধ্যাগমে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতটে গায়ত্রী বন্দনাদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া

যাইত, এক্ষণে বোধ হয় সূর্য্যকরই সর্ব্বাগ্রে সেখানে গঙ্গাসলিল স্পর্শ করে এবং দিনান্তায়ে সূর্য্যদেবই গঙ্গাদেবীর শেষ বন্দনাদি করিয়া অন্তর্হিত হন। যে স্থানে এক সময় একশত অষ্টাবিংশ সংস্কৃত টোল বর্ত্তমান ছিল এবং প্রতিদিন ১৩০০ তের-শত সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রের সংস্কৃত আবৃত্তিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, আজ সে স্থানের কি দুর্গতি!—১২৮টীর স্থানে ৮টী টোল, ১৩০০ স্থানে ১০০ ছাত্র মেলাও কঠিন। লোকচরিত্রেরও কি আশ্চর্য্য বিপর্য্যয়! ধূলোটের সময় নবদ্বীপে আর একটা নূতন দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। শিরোদেশে লম্বমান শিখা, গলদেশে মোটা মোটা তুলসীর মালা ও ললাটে সুদীর্ঘ তিলক-যুক্ত মোটাসোটা কতকগুলি পুরুষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুমোদিত নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে সংস্থাপন করিয়া দ্বার-দেশে কাষ্ঠাসনে বা গালিচায় উপবিষ্ট থাকেন; কেহ কেহ বা দ্বারের সম্মুখে পাদচারণ করিতে থাকেন। ইহাদের নিকট গমন করিয়া চৈতন্যদেবের নামটী মাত্র উচ্চারণ করিলেই হয়তো তাঁহাদের অনেকে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলেন এবং ঈশ্বর-সম্বন্ধে এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন যে হঠাৎ তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিমতী ভক্তি বলিয়া মনে হয়। কথোপ-কথনের সময়েই গৃহস্থিত দেব-প্রতিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা! কিন্তু যখনই আগন্তুক সেই সকল মূর্ত্তি অবলোকন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখনি সেই শান্ত শিষ্ট বাবাজী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক কহিবেন "ইহা দেখিতে হইলে ভেট (দক্ষিণা) দিতে হয়।" যিনি ভেট দিতে সক্ষম হইলেন, তিনিই ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন। যিনি ভেট দিতে অক্ষম, তাঁহাকে বাবাজীর হয় রুদ্রমূর্ত্তি—না হয় অবজ্ঞাসূচক ভ্রূকুটি অবলোকন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ কিরূপে অমানুষিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অনেকটা আভাস নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করিলেই উপলব্ধি হয়।

আমাদের অমিয় অমলা সরলা ধর্ম্মপ্রাণা কুলবালা। তাঁহারা আজি অকূলপাথারে ভাসিতেছেন; কূল পাইবার আশে অকিঞ্চিৎকর তৃণখণ্ডকেও উৎকৃষ্ট আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিতেছেন। একটা আশা বিফল হইলে পুনরায় অন্য আশায় বুক বাঁধিয়া সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মানা হইতেছেন। দেখা যাক্ ভগবান্ তাঁহা-দিগকে কোথায় লইয়া যান।

পর দিবস সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন; পশ্চিমাকাশ লোহিত আভায় উদ্ভাসিত হইয়া মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে বিহগকুল আসিয়া বনচারী বাগানের বৃক্ষোপরি নিরাতঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অসংখ্য যাত্রী দলে দলে পঙ্গপালের মত বাগানে প্রবেশ করিলেন; তাহার মধ্যে মুক্তকচ্ছ ও মুণ্ডিতশীর্ষ যাত্রীর সংখ্যাই কিছু অধিক।

দেখিতে দেখিতে ৩০।৪০টী স্ত্রীলোক

বাগানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া লোহিত বর্ণের হরিনামের থলি, ললাটে ও নাসিকায় গঙ্গামৃত্তিকার তিলক; কাহারও মস্তক কেশশূন্য, কাহারও বা মস্তক ছোট ছোট কেশ-সম্বলিত, স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা চুল কাহারও ছিল না। ইহাদের মধ্যে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে, কেহ বা মধুরতানে গান ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। অমিয় ও অমলা ইহাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাগানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের হস্তে হরিনামের থলিও ছিল না—কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলকও ছিল না; কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে জগদীশ্বর অহরহ বিরাজিত ছিলেন এবং গঙ্গা শোণিতাকারে প্রতিধমনীতে প্রবাহিত হইতেছিলেন। 'বনচারীবাগানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ইহা বাস্তবিক বাগান নহে, কতকগুলি ছোট ছোট গৃহের সন্নিবেশ মাত্র; মধ্যে মধ্যে দুই একটী বৃক্ষও আছে। তাঁহারা দেখিলেন যে এক গৃহের বহির্দ্বারে পরিচ্ছন্ন শয্যোপরি এক পক্বশ্মশ্রু রুক্ষকেশ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট; সন্ন্যাসীর বামহস্তে এক ইঞ্চি পরিমিত নখ এবং দক্ষিণহস্তের নখ সাধারণ মনুষ্যের মত। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশতের কম বলিয়া বোধ হয় না। সন্ন্যাসীর দক্ষিণপার্শ্বে একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্টা। রমণীর কুন্তলরাশি সুচিক্কণ ও তৈলাক্ত; চক্ষু—ঢলঢলে ও চঞ্চলতাময়; বদন বিকট হাস্যপূর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুলরাগরঞ্জিত; দশনপংক্তি অবিশ্রান্ত তাম্বুলচর্ব্বণে পরিক্লান্ত। অমিয় ও অমলা আরও দেখিলেন যে স্থানে ঐ দিব্য যুগলমূর্ত্তি একাসনে উপবিষ্ট, সেই স্থানে একটী সাইনবোর্ডে বাঙ্গালা অক্ষরে সন্ন্যাসীর নাম লেখা আছে এবং যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বা দুইটি কেহ বা চারিটি করিয়া পয়সা দিয়া যুগলমূর্ত্তিকে অভিবাদন করিতেছেন। অমিয় ও অমলা দুই জনেও দুইটী করিয়া চারিটী পয়সা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সতীর প্রণাম গ্রহণকালে সন্ন্যাসীর আসন টলিল কি না বলিতে পারি না, সন্ন্যাসীর সহচরী নবীনতপস্বিনীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল কি না জগদীশ্বরই জানেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সফলতার উপায়।

কিছুদিন হইল আমাদের একটী বন্ধু জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি অন্যান্য অনেক দ্রব্যের মধ্যে জাপানী ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ ও একটী ষ্টিরিয়স্কোপ্ (বা চিত্রদর্শন যন্ত্র) আনিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি সমাবৃত

হইয়াছেন এবং অনেকে তাঁহার জাপান বিষয়ক অভিজ্ঞতা জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বহু আলোচনার পরও অনেকে জাপান সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে দিন তিনি তাঁহার ষ্টিরিয়স্কোপ দ্বারা জাপানী চিত্রসমূহ দেখাইয়া জাপান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলেন, সেই দিন নিতান্ত শিশুর নিকটেও জাপানের অনেক তত্ত্ব সরল ও স্পষ্ট হইয়া গেল। মহিলারা পটান্তরাল হইতে ম্যাজিক্ লণ্ঠনের সাহায্যে জাপানী চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, রুষজাপ যুদ্ধের দৃশ্য, জাপানের মন্ত্রণাগৃহ, জাপানের কলেজ ও রাজপ্রাসাদ, জাপানী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া কৌতুক, তাহাদের বেশভূষার চিত্র দেখিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন, আর সেই সকল চিত্র দর্শন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জাপান সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

আমাদের দেশের মহিলাদিগকে ও জনসাধারণকে কিরূপে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা বহুদিন হইতে চলিতেছে। সম্প্রতি এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে আমরা এই প্রশ্নের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের দেশের বিপুলজনমণ্ডলীর মধ্যে মুষ্টিমেয় পুরুষ ও রমণী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ইহাঁদের চিন্তাশক্তি কতক পরিমাণে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট জনসঙ্ঘ কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হয়। এই জনসঙ্ঘকে শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় উন্নত করিবার ভার ভগবান্ প্রতি স্বদেশভক্তের উপর ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা মিলিত হইয়া এক বিপুল শক্তির সঞ্চার হইবে, এক মহা কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে—এই আশায় আমরা উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছি।

জনসাধারণের শিক্ষার জন্য রাজ-সরকার হইতে কিছু কিছু সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তও গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু পরপ্রত্যাশী হইয়া আমরা যেমন সময় ক্ষেপণ করিতে পারি, জগতের অন্য কোনও জাতির পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। যে সময় পুরুষদিগের লিখিত উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহার কিছুকাল পরেই স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! স্ত্রীশিক্ষা এমন একটা গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে যে, মহিলা-সমাজে উচ্চশিক্ষার সমুচিত সমাদর হইয়াছে একথা বলিতে সঙ্কোচ হয়। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, যাঁহারা সংবাদপত্রে রমণীর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাঁহারাই গৃহে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে রমণী চিকিৎসক না পাইলে স্বীয়

পত্নীর চিকিৎসা করাইবেন না। এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কোন্ মতের সমর্থন করিবেন এবং জাতীয় জীবনের স্রোত কোন্ দিকে বহিতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাহা জানি না, কিন্তু মনে হয় যে শত সহস্র প্রকার সংরক্ষণ-প্রিয়তা সত্বেও আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে যে রক্ষণশীলতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ অতি শুভ লক্ষণ। কারণ মানুষ যখন আবর্জ্জনা ছাড়িয়া সার বস্তুকে গ্রহণ করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হয়, তখনই জাতীয় জীবনের সুপ্রভাত সমাগত হয় এবং জাতীয় সমুত্থান সম্ভবপর হয়।

ফলকথা রমণীদিগের শিক্ষাদান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা কলেজে যাইবেন কি না এবং সেনেট হাউসে বসিয়া পরীক্ষা দিবেন কি না, এ সকল আলোচনার বিষয় নহে; রুচি, ইচ্ছা এবং অবস্থানুসারে রমণীগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণ তাহা স্থির করিবেন। কিন্তু শিক্ষা চাই এবং সম্ভব পক্ষে উচ্চ শিক্ষাই প্রয়োজন। যাঁহারা বলিবেন স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিব না অথচ আমরা জীবনপাত করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করিব; তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত অপরিণামদর্শী লোক আর কেহ থাকিতে পারে না। অধিকন্তু তাঁহারাই জাতীয় অধোগতির মূলকারণ স্বরূপ হইবেন। যে জাতির চৌদ্দআনা লোক (আট আনা রমণীগণ ও বাকী ছয় আনা জনসাধারণ) অজ্ঞানান্ধকারে হাবু ডুবু খাইতেছে, পূর্ব্ব-পশ্চিম জ্ঞান-বিরহিত তাহাদের জাতীয় উন্নতি বিকার প্রাপ্তের প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোক দেখিয়াছি বলিয়াই আজ এত কথা লিখিতেছি। এই জাতীয় আন্দোলনের সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে মহিলাগণ যে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয় যে বীজ উপ্ত আছে, তাহা অবস্থার আনুকূল্য পাইলেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে।

এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে আমরা সংবাদপত্রে অসংখ্যবার পাঠ করিলাম মহিলাগণ মিলিত হইয়া সভানুষ্ঠান করিয়াছেন, সঙ্গীত গাহিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে আপনাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও ঐক্য স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। যাঁহারা মহিলাদিগের শিক্ষার বিরোধী, তাঁহারাই সংবাদপত্রে এই সকল সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রক্ষণশীলের দল অজ্ঞাতসারে উন্নতির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এমন সময় যেমন আত্মহত্যার প্রয়াসী জলাবতরণের পূর্ব্বে বস্ত্র উত্তোলনে তৎপর হয়, তেমনি এই রক্ষণশীল দলের

অস্বাভাবিক সতর্কতা ও দৃঢ়তার মধ্যেও আত্মম্ভরীণ ভাব (অর্থাৎ প্রভূত সবলতা) প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই ভাবকে আরও জাগ্রত ও স্থায়ী করিবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই স্বাভাবিক উন্নতির গতিকে নিয়মিত করিতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে কয়টী কথা বলা গিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে অনেক মহিলা আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় মোটামুটি লিখিতে ও পড়িতে পারেন। এই সকল মহিলা যদি মধ্যে মধ্যে চিন্তা ও আলোচনা করিবার মত নূতন বিষয় পান, তাহা হইলে অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। একদিনে উচ্চশিক্ষার আদর বাড়িতে না পারে এবং উপযুক্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থাও না হইতে পারে, কিন্তু প্রতিগ্রামে মহিলাগণ উদ্যোগ করিয়া বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস করিতে পারেন। উহা অল্পব্যয় ও অল্পায়াস-সাপেক্ষ। বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতির স্রোত কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য নরনারীর সমান অধিকার। সে অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা মহা অধর্ম্ম। মহিলাগণ গ্রামে গ্রামে এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ ও জ্ঞানলাভের আয়োজন করিয়া দেখুন —চিন্তার ও কর্ম্মের নূতন দ্বার খুলিয়া যাইবে। অন্তঃপুর ছাড়িয়া জনসমাকীর্ণ হাটে আসিয়া দাঁড়াইলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। অবশ্য, শিক্ষা লাভ করিতে হইলে সময়ে সময়ে গৃহ-কোণ ছাড়িবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শিক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা উচিত। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি যে, একাধিক বঙ্গ-রমণী জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ফটো-গ্রাফি শিক্ষা করিতেছেন। ইহাদ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, অন্তঃপুরের মহিলাগণ একজন অপরিচিত পুরুষ ফটোগ্রাফারের সম্মুখে বসিতে প্রস্তুত হন না এবং এমনও দেখা যায় যে মহিলাগণ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া বসায় ফটোখানি বস্ত্রাবৃত জড়পদার্থ চিত্র হইতে পৃথক্ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপে যদি মহিলাগণ ম্যাজিকলণ্ঠনে বা ষ্টিরিওস্কোপের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন এবং এবম্বিধ সহজ অথচ জ্ঞান ও আনন্দদায়ক স্বল্পায়াসসাধ্য কৌশল সকল শিক্ষা করেন, তাহা হইলে অচিরে আমাদের মহিলাসমাজের আশ্চর্য্য উন্নতি হইবে। স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গের পুরুষগণ যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন —নূতন নূতন বিভাগে তাঁহাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে; তেমনি রমণীদিগেরও কর্ম্মক্ষেত্র গঠিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ মহিলাসমিতি সকল গ্রামে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলে জ্ঞান, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি উচ্চভাবের আদান প্রদানে এক মহা ঐক্য সূচিত হইবে। মহিলাদিগের মধ্যে যখন

এই ঐক্যের সূচনা হইবে, তখনই আমরা বুঝিব যে, আমরা ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়িত অর্দ্ধমৃত মার্জ্জারের দল নহি, আমাদের পার্শ্বে এক বিপুল শক্তি আমাদিগকে নিত্য উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে—তখনি বুঝিব যে, আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পুষ্ট ও কর্মক্ষম হইয়াছে। যদি স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া আমরা আপনাদের গৃহে তাহা পালন করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ় সহায় না পাই, তবে লক্ষ কোটি কর্ণভেদী বক্তৃতায় কিছু হইবে না। গৃহ আমাদের সাধন-ক্ষেত্র ও সকল কর্ম্মের কেন্দ্র স্থান হইবে, তবে জাতীয় জীবন গঠিত হইবে। একটী একটী পরিবার জাতির অংশ মাত্র। এই সকল পরিবারের সমষ্টিই জাতি। তাই আমাদের বিশেষ আকিঞ্চন যে ভ্রান্ত মত সকল দূর করিয়া গৃহে গৃহে মহিলাদিগের জ্ঞানালোচনার পথ পরিষ্কৃত হউক এবং গৃহ-বাতায়নের মধ্য দিয়া উষার স্বর্ণকিরণ সম্পাতের ন্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-রেখা জাতীয় অনুরাগে উদ্দীপ্ত নরনারীর আত্মার নিভৃত কন্দরে পতিত হইয়া মানবজীবনকে কৃতার্থ করুক।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শোভনা।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুম্ভমেরু দুর্গশিখর—শোভনার কক্ষ।

রাণা ও শোভনা।

রাণা। আজিও বিধুমুখী! নিরাশ হইয়ে
ফিরে যাব ব্যথিত হৃদয়ে?
ও কোমল দেহের ভিতরে,
এত সুকঠিন প্রাণ, বুঝিব কেমনে?
মরি! ফুল্ল শতদল!
তব যোগ্য মধুপ কি জগতে বিরল?
পরিপূর্ণ যৌবনের ভরা তরঙ্গিণী!
নাই কি জলধি-বক্ষ, মিশাতে জীবন?
ওগো! পঙ্কজনয়নি!
এত কি অযোগ্য আমি তোমার সদন?

শোভ। তব পদোচিত বাণী নহে এ রাজন্!
তুমি নরোত্তম,
গৃহে অঙ্কলক্ষ্মী তব রমণীরতন।
দাসীযোগ্য নহি আমি তাঁর;
মোর প্রতি হেন বাণী শোভে না তোমার।
বিদ্যায় ভূষিত তুমি—জ্ঞানে সুপণ্ডিত,
মহারাজ!
তব উপযুক্ত ইহা নহে কদাচিত।
ন্যায়বান্ তুমি হে রাজন্!
সত্যধর্ম্মে কর সদা প্রজার পালন।
তোমার কি এই ব্যবহার?
পরনারী প্রতি হেন কুৎসিত আচার।
মম প্রিয় মধুকর আছে বর্ত্তমান,
আজো তাই তাঁরি আশে রেখেছি পরাণ।

রাণা। কে সে ভাগ্যবান্?
কি তাহার নাম?
জানিতে কি বাধা মোর?
শোভনা। সূর্য্যমল নাম তাঁর রাঠোর নন্দন,
সঁপেছি তাঁহারি করে জীবন যৌবন।
রাণা। (অত্যন্ত বিস্ময়ে)
অহো! বুঝিলাম এতদিনে,
রাঠোরের রাজপুত্র মাড়োয়ারাধীশ্বর,
সেই সূর্য্যমল, তুমি প্রণয়িনী তার?
হে শুভগে!
তবেত সুখের দিন আগত তোমার।
মহিষীর গুপ্ত মন্ত্রণায়,
আসিয়াছে সূর্য্যমল এ দুর্গসীমায়।
গোপনে তস্করপ্রায় সভীত অন্তরে,
পশিয়াছে ভীরু সেই চিতোর নগরে।
সিংহের গহ্বর হতে বাঞ্ছিত রতন,
ভাবিয়াছে মনে,
শৃগালের চাতুরীতে করিবে গ্রহণ।
হে সুন্দরী! তাই বুঝি আছ সেই আশে,
অচিরে মিলিবে গিয়ে সূর্য্যমল পাশে?
কিন্তু জেন চন্দ্রাননী!
পূর্ব্ব হতে এমন্ত্রণা বিদিত আমার,
এগুপ্ত কৌশল সব ব্যর্থ করিবারে,
আমিও করেছি প্রতিবিধান তাহার।
দুর্গ অভ্যন্তরে,
সুসজ্জিত সৈন্যবৃন্দ রেখেছি গোপনে,
সূর্য্যমলে দেখি, তার বুঝি অভিমত,
কর্ত্তব্য করিব নির্দ্ধারণ।
কিন্তু নাহি জানিতাম
সূর্য্যমল ভাবী স্বামী তব প্রিয়তম।
হেন ঘৃণাকর কার্য্যে সাহায্য রাণীর,
ভাবি মনে ছিনু তাই বিস্ময়ে মগন।
দেখি তবে ভ্রাতা ভগ্নী করি কি উপায়
আমারি এ দুর্গ হতে হরিবে তোমায়।
শোভনা। (সক্রোধে) ধিক্ মহারাজ,
এত ঘৃণ্য—এত নীচ অন্তর তোমার,
অবলার প্রতি হেন কর অত্যাচার?
উপরে আছেন যিনি ধর্ম্ম ন্যায়বান্,
জেন স্থির, অচিরে তোমারে
এ পাপের প্রতিফল করিবেন দান।
কিন্তু রাজা!
রব আজীবন তব বন্দিনী হইয়া,
যত ইচ্ছা কর মোরে কঠোর শাসন,
যতই বিপদ ভীতি কর প্রদর্শন,
স্বহস্তে এ হৃদিপিণ্ড দিব উপাড়িয়া,
তবু সূর্য্যমল গত যে প্রাণ আমার,
তোমারে দানিতে তাহা পারিব না আর।
অপবিত্র করে
পরশি এ দেহ যদি কর কলুষিত,
বিষপানে এজীবন ত্যজিব নিশ্চিত।

বেগে সূর্য্যমলের প্রবেশ।

সূর্য্য। (সক্রোধে) আরে! ক্ষত্র-কুলাঙ্গার!
পবিত্র বাপ্পার বংশে জন্ম না তোমার?
চিতোরের ধর্ম্মসিংহাসন
এইরূপে কলঙ্কিত কর কি কারণ?
অবলা রমণী,
কিবা দোষে করেছ বন্দিনী?
আরে দুরাচার!
পরনারী প্রতি হেন কুৎসিত ব্যাভার।
জান না কি সূর্য্যমল রাঠোর-নন্দন,
তার প্রাণ-প্রিয়তমা করেছ হরণ?
তীব্র প্রতিশোধ-স্পৃহা জলন্ত শিখায়

উন্মত্ত করিছে আমায়।
এস আজি অসি-মুখে করাব দর্শন
লাম্পট্যের পরিণাম মধুর কেমন।
রাণা। ত্যজ রোষ বীরমণি!
আর নহি যুদ্ধ অভিলাষী আমি।
রণ-আয়োজন সব প্রস্তুত রাখিয়া,
ছিনু এতক্ষণ আমি তব প্রতীক্ষায়।
নিমেষে তোমার
যুদ্ধ সাধ পারি মিটাইতে।
কিন্তু,
জানিলাম যবে এই পারিজাত-হার,
ভাগ্যবান্ সূর্য্যমল বিনা,
কারো কণ্ঠ শোভিবে না আর।
রণে তবে কিবা প্রয়োজন?
অপরাধ ক্ষম হে রাজন্!
দিলাম এ বক্ষ পাতি সম্মুখে তোমার,
ইচ্ছা হয়,
অসি-ভেদে দ্বিখণ্ডিত কর এ হৃদয়।
নহে এস, স্নেহ-আলিঙ্গনে
বৈর ভাব কর দূর মিষ্ট আলাপনে।
এই লহ, ধর হৃদে হৃদয়ের রাণী,
যার তরে
অসাধ্য সাধিলে আজি বীর-চূড়ামণি।
সূর্য্য। (সলজ্জে) রাজেন্দ্র! ক্ষমিও দোষ,
ক্রোধে হতজ্ঞান,
কটুবাক্যে করিয়াছি তব অপমান।
(পরস্পরে আলিঙ্গন।)
রাণা। তোমার কি দোষ সখে!
প্রণয়ের লীলা,
প্রেমের কি বিচিত্র মহিমা!
ভুলায় সম্ভ্রমজ্ঞান—পদের গরিমা।
আজি প্রণয়িনী তরে
গোপনে তস্করপ্রায় প্রবেশি চিতোরে,
কুম্ভমেরু দুর্গ এই দুর্গম ভীষণ,
নিবিড় এ বনভূমি করি অতিক্রম,
অবহেলি আসিলে যে প্রিয়তমা তরে,
এই লহ মহারাজ,
আমি আজি সঁপিলাম তারে তব করে।
সূর্য্যমল-গত যে জীবন,
সূর্য্যমল সনে তার হউক মিলন।
প্রেমে দুটী পিয়াসী পরাণ,
মধুর মিলনে,
দীর্ঘ বিচ্ছেদের ক্লেশ কর অবসান।
(সূর্য্যমলের করে শোভনার হস্ত প্রদান)
বড় ভাগ্য সখা হে তোমার,
জীবন কৃতার্থ কর,
ধারণ করিয়া কণ্ঠে সুবর্ণের হার।
আমি এত দিন
মানসে প্রতিমা যেই করেছি পূজন,
চির তরে আজি তাহা দিনু বিসর্জ্জন।
(পটক্ষেপণ।)

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

(প্রবাসী হইতে।)

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



দেবদূত অনজন্মা তুমি নরোত্তম,
জ্ঞানে গুণে যশোভাগ্যে ছিলে অনুপম।
সাধি জীবনের ব্রত গেলে স্বর্গধাম,
লভ চির সুখশান্তি—অনন্ত আরাম।

খুল্লনা।

(৫৫২ সংখ্যা—৩১০ পৃষ্ঠার পর)

সাধু ধনপতি গৌড়নগরে থাকিয়া রাত্রি-কালে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন, খুল্লনা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের বিচ্ছেদ-বার্ত্তা অবগত করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গে সদাগর চঞ্চল হইলেন, বাড়ী আসিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল—এদিকে পিঞ্জর গঠনও সমাপ্ত হইয়াছিল। পিঞ্জর গঠনের বেতন চুকাইয়া দিয়া ধনপতি গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় লইলেন। রাজা তাঁহার সুবিধার জন্য হস্তি যানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ধনপতি চারি দিনের দিন উজানী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রেই তিনি পিঞ্জর লইয়া রাজা বিক্রমকেশরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পিঞ্জর গঠন ব্যর্থ হইল—শারীশুক উড়িয়া গিয়াছে। সদাগরের অকারণ বিদেশবাস-ক্লেশ ও পত্নীবিচ্ছেদ কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া রাজা বড়ই অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া আপন গৃহে যাইবার জন্য তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ধনপতিও সম্বৎসর পরে দূর হইতে আপন গৃহ-চূড়া দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লমনে সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন।

ধনপতি গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন—এদিকে লহনা দুর্ব্বলাকে লইয়া স্বামি-বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ আরম্ভ করিল। দুর্ব্বলা যে অতি বড় চতুরা, ইতিপূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপস্থিত লহনা খুল্লনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতে দুর্ব্বলা বুঝিয়াছিল যে তাহার নিজের সুখের সময় গিয়া দুঃখের সময় আসিতেছে। এই সময়ে দুর্ব্বলা যে চাতুরী অবলম্বন করিল, তাহা কবির ভাষায় পাঠক পাঠিকাগণকে না জানাইয়া থাকিতে পারা যায় না। যে দুর্ব্বলা লহনার সহিত খুল্লনার বিবাদ ঘটাইয়া খুল্লনার যাবতীয় দুঃখরচনার মূলীভূত, যে দুর্ব্বলা খুল্লনার মাতা রম্ভাবতীকে কন্যার দারুণ দুঃসময়ে কোনও প্রতীকারের সুবিধা দেয় নাই, যে দুর্ব্বলা খুল্লনার মনে পিতা মাতার প্রতি নির্ব্বেদ জন্মাইয়াছিল, সেই দুর্ব্বলা সাধুর আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া খুল্লনাকে বলিতে লাগিলেন ;—

"আর শুন্যাছ ছোট মা সাধু আইল পুরে।
বাহির হয়্যা শুন ওই বাজনা-নাদরে॥
আজ পোহাইল তোমার দারুণ দুঃখনিশা।
আজি ভবানী তোমার সফল কৈল আশা॥
আপন বলি দুর্ব্বলারে রাখিহ চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তুমি যত পাল্যা দুঃখ মোর সে মনে ব্যথা।
এখনি তোমার হয়্যা কহিব সব কথা॥
ননার ছাট খুঞা বাস রাখ বাস ঘরে।
সাধুর চক্ষের বালি করিব লহনারে॥
এক কহিতে দশ কহিবে, না কর তরাস।
উষ্ম বুকে নাহি হয় সতীন সনে বাস॥"

খুল্লনা বালিকা হইলেও যার পর নাই বুদ্ধিমতী। বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও লহনা ও

দুর্ব্বলা অপেক্ষা সংসার তত্ত্বে প্রবীণা বলিয়াই প্রতীয়মান৷—

"দুর্ব্বলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী।
প্রসাদ করিলা তারে মাণিক অঙ্গুরী।"

খুল্লনার নিকট পুরস্কৃতা হইয়া দুর্ব্বলা লহনার নিকট গেল এবং লহনাকে বলিল ;—

"আর শুনাছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধু ঠাকুর সলে অনুচিত॥
যখন পাইল সদাগরের ভেটীর সাড়া।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেঁড়া॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত কৈল গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
ইত্যাদি।"

ধনপতি বাড়ী আসিয়া লহনা ও খুল্লনা উভয়কেই যথারীতি প্রেমসম্ভাষণ করিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক, বাণিজ্যার্থ নানাদেশ ভ্রমণে নানা জনের সহিত ব্যবহারে লোকচরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানবান্। লহনা খুল্লনা সম্বন্ধে যে পরিচয় দিল, তাহাতে গৌড়যাত্রার বিদায় কালে ধনপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী যেন সমস্তই হইয়াছে, এইরূপ জানিতে পারা গেল।— লহনা খুল্লনাকে রাঁধিয়া খাওয়াইত, যত্নপূর্ব্বক স্নান করাইত, গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিত ;— খুল্লনা ঘরের কাজ দেখিতেন না —পাঁচ সখীর সঙ্গে খেলিয়া আমোদে আহ্লাদে কাল কাটাইতেন,— আপনি টাকা লইতেন, সেই টাকা ভাঙ্গাইয়া আপন হাতে স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করিতেন, ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া খুল্লনার সম্বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—তাঁহাকে দুঃখের মুখ দেখিতে হয় নাই। ধনপতি লহনার বাক্যে প্রীতি লাভ করিয়া তাহাকে স্বর্ণ হার পুরস্কার করিলেন—স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন কালে ধনপতি লহনাকে বলিলেন "আজি খুল্লনার হাতে খাইব, রন্ধনের আয়োজন করিয়া দাও"। লহনা ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। যাহাহউক স্বামীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। দুর্ব্বলা বাজারে গেল—পঞ্চাশ কাহন কড়ি সঙ্গে লইয়া ভৃত্য তাহার সঙ্গে চলিল। দুর্ব্বলা বাজারের ফেরত যে হিসাব দাখিল করিল, তাহাতে সে কালের অনেক জিনিসের দর দস্তুর বুঝিতে পারা যায়। সেকালে সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেই আপনাপন চাষের ধানে প্রস্তুত চাউলের ভাত খাইত বলিয়া বোধ হয়, কারণ দুর্ব্বলা হাটে গিয়া চাউল কিনিল না—দশ পয়সা সের তৈল এবং আম্র ঝুড়ি দরে—আট কাহনে একটা খাসী ছাগল কিনিল। সকল জিনিষ এখনকার অপেক্ষা অনেক সুলভ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য দেখা গেল—কর্পূর—এক এক তোলার মূল্য পাঁচ কাহন কড়ি। তখনকার কড়ির মূল্য জানা নাই, এখনকার হিসাবে পয়সা পণ হইলে কাহনে চারি আনা, পাঁচ কাহনে পাঁচ সিকা হয়। কর্পূর অপেক্ষা সেকালে কেবল কস্তুরী ভিন্ন অপর কোনও মূল্যবান্ বিলাস দ্রব্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমান্ সুধাংশুমোহন বসুর নববধূর আবাহন।*

এস আশা-কিরীটিনি, সুহাস উষার,
বাঁধ তব প্রেমডোরে এ ভাঙ্গা সংসার।
শত বজ্রাহত মোরা, আঁধার জীবন,
হৃদয় বিচূর্ণ—পিষ্ট সদা সর্ব্বক্ষণ।
অসহ্য আঘাতে প্রাণ ভয় সকলের,
বাঁধ স্নেহে, ভুলে যাই আঘাত যমের।
(হায়!) যেই গৃহ পূর্ণ ছিল আনন্দ উৎসবে,
সে গৃহ শ্মশান আজি কাঁদিছে নীরবে।
যে ঠাঁই শান্তির ধারা সদা বরষিত,
শ্মশানের বহ্নি এবে তথা প্রজ্বলিত।
নিভায়ে দিও গো, লক্ষ্মি, তীব্র হুতাশন,
সৌরভে, স্নিগ্ধতা গুণে অসহ্য বেদন।
ভুলাতে যতন করো বজ্র-প্রহারিত
আছি যত জন মোরা জীবনেতে মৃত।
যথায় মরুর মাঝে পথ ভ্রষ্ট জন
ভ্রমে, তথা দেবীরূপে দিও দরশন;
কঠোর তীব্রতা-পূর্ণ উষর কান্তার,
তব গুণে হয় যেন সুধা-পারাবার।
যে প্রেম ত্রিদিব হতে ঝরে মরতেতে
তাই ল'ও প্রতিদিন, কল্যাণি, শিরেতে।
অমিয়া-সৌরভ মেখে হৃষ্ট পূত মনে
মধুময়ি, মধুরতা ছড়াও ভুবনে।
দেবতার বর নিত্য মাগিও যতনে,
সাবধানে ফেল পদ কণ্টকের বনে।
সকল শক্তির মূল যিনি এতদিন
রক্ষিয়া দিলেন তোমা আশিষ নবীন,
তাঁহারি বলেতে সদা হ'ও ভয়হীন,
সৌরভে পূরিত ধরা করো চিরদিন।
হয়ো না নিরাশ কভু, হয়ো না দুর্ব্বল,
বিভুর করুণা হোক তোমার সম্বল।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৫ এ নবেম্বর, বুধবার।

বালসূর্য্য কিরণে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। যে দিকে চাই, নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে স্বভাব সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছে, কোন্-দিকে চাহিব? তুষারপাতে দুরারোহ সঙ্কীর্ণ পথ অতি পিচ্ছিল হইয়াছে, উপরে মাথা তুলিয়া চলিতে চলিতে ২।৪ বার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম! আজও ১৫ মাইল না চলিলে আশ্রয়স্থান পাইব না বলিয়া অতি দ্রুত চলিতেছি। পথে দুধ ও ডিম পাইয়া আগ্রহের সহিত ক্রয় করিলাম। প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিবিড় জঙ্গল ছাড়িয়া আজ বাঁশবনে পড়িয়াছি। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল বাঁশের জঙ্গল; ক্বচিৎ ২।৪টা

* স্বর্গগত মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নববধূকে গৃহে লইবার সময় শ্রদ্ধেয়া কুমারীর প্রাণের আবেগোক্তি।

ওক কি পাইন বৃক্ষ পাষাণময় পর্ব্বত-গাত্র হইতে উঠিয়া আকাশের দিকে শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। তুষার-পাতে বাঁশের পাতাগুলি ধবল বেশ ধরিয়াছে। বাঁশের ফুল আর কখনও দেখি নাই, আজ প্রথম দেখিয়া মনে বিশেষ আনন্দ হইল। ফল হইতে ঠিক্ চাউলের ন্যায় শাঁস বাহির করিয়া চিবাইয়া দেখিলাম সেও ঠিক্ যেন চাউল। শুনিয়াছি বাঁশের ফল দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ। দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঁশের ফলে অনেকের জীবন রক্ষা হয়। আমরাও এই ফল কতক সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আজ দুর্গম পথের বর্ণনা সম্ভবে না। পথ এতই সঙ্কীর্ণ যেন দুই খানা পা পাশাপাশি রাখার স্থান হয় না। পর্ব্বতের উপর মহোচ্চ পর্ব্বত-দেহ বেষ্টন করিয়া কত বক্রভাবে ঘোরাণ পথ, পার্শ্বেই ৬০০০। ৭০০০ হাজার ফিট নীচু খাদ, চাহিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দুরারোহ পথ দেখিয়া মনে হয় না যে এ পথে উঠিবার ক্ষমতা হইবে। উচ্চ শৃঙ্গ আরোহণে ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, মানুষের বসতিচিহ্নের নামমাত্রও দেখিলাম না। দুরন্ত শীতে পাহাড়ের গায়ের তৃণরাশি যেন অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে "বড় বেগুম" (এক প্রকার লালবর্ণ ফুল) ফুটন্ত অবস্থায় দেখিবার আশায় ইউরোপের নানাস্থান হইতে ভ্রমণকারিগণ এখানে আগমন করেন, তাহার শত শত গাছ পাষাণময় পর্ব্বত-দেহে জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ভুবনবিখ্যাত ফুল দেখা ভাগ্যে ঘটিল না। এপ্রেল মাস ফুল ফুটিবার সময়, সুতরাং গাছ দেখিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। উপরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক অনুভব করিতেছি। মাঝে মাঝে হাঁপানির ন্যায় বোধ হয়। শুনিলাম, উচ্চপদস্থ কোনও সৈনিক পুরুষ অনেক আড়ম্বর ও ব্যয় করিয়া "ছন্দকফ" যাত্রা করিয়াছিলেন। টংলু পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াই শুক (রাচুমোঠ) উচ্চ শৃঙ্গে উঠিবার ফলে তাঁহার নাক মুখ দিয়া এমন রক্তস্রাব আরম্ভ হইল যে, প্রাণের দায়ে তিনি দলবলশুদ্ধ দার্জ্জিলিং ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। বলশালী সৈনিকের যখন এদশা ঘটিল, তখন আমার ন্যায় দুর্ব্বলা নারীর ভাগ্যে ফেলুট দর্শন ঘটে কি না এক একবার ভাবিতে লাগিলাম। যাহাহউক যে অদম্য উৎসাহ লইয়া দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, পথের দুর্গমতা দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত যেন আমাকে গন্তব্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে সকলেই একান্ত পীড়িত হইয়া বাঁশবনের ঘন ছায়াতে আহার ও বিশ্রামের জন্য বসিলাম। এখানেও জল নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। একটী অতি সঙ্কীর্ণ জলধারা পর্ব্বতগাত্র বহিয়া পড়িতেছে, তাহাও এত

পড়িল যে এত তৃষ্ণাতুর হইয়াও সে জল পানে প্রবৃত্তি হয় না। ঘোড়াগুলি জল দেখিবামাত্র পা দিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটু গর্ত্ত করিয়া জল পান করিতে লাগিল। পশুদিগকে ঈশ্বর যে স্বাভাবিক সংস্কার দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমাদের সহযাত্রী একটী ভদ্রলোক একটু বেশী স্থূলকায় বলিয়া পথকষ্টে বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এখানে আমরা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, তিনি একবারেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, এবং হয়ত বা এখানেই ভ্রমণের শেষ হয় ভাবিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় অধিকক্ষণ তাঁহাকে এ নিরাশ ভাবে থাকিতে হয় নাই। প্রচুর আহারের ফলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে নববল সঞ্চারিত হইল। আমাদের মত এতগুলি কোমল দুর্ব্বল জীব লইয়া কি করিয়া উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিবেন, এখন তিনি কেবল সেই গুরুতর ভাবনায় ব্যস্ত। তাঁহার উদ্বেগ দর্শনে আমরা ৬টী মহিলা যে সমস্বরে ধন্যবাদ জানাইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার জন্তই আমরা বাস্তবিক চিন্তিত। কারণ, যে ক্ষীণকায় ঘোড়াটী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে গত দুইদিন যথাসাধ্য কর্ত্তব্যের গুরু বোঝা বহিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ তাহার ধৈর্য্য পরাভব মানিয়াছে। এতেক গুরুভার প্রভুকে বহন করা তাহার সাধ্যাতীত কাজ, তাহার উপর সেই ভার লইয়া এই দুরারোহ পার্ব্বতীয় পথে উঠা কত দুষ্কর। বেচারা, অন্য উপায় না দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে, হঠাৎ প্রভুকে লইয়া একেবারে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। আরোহীর আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া আমরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, একটু অপ্রস্তুত হওয়া ভিন্ন তাঁহার অঙ্গ ক্ষতি ঘটে নাই। তিনি আর কি করিবেন, লজ্জা ঢাকিবার জন্য উঠিয়াই ঘোড়ার অকর্ম্মণ্যতার যথেষ্ট নিন্দা ও তাহাকে বিলক্ষণ কশাঘাত করিয়া নিজ উপস্থিত বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিলেন। টলুং নদের জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমিয়া সতর্ক না হইয়া যত ইচ্ছা পান করিয়াছিলাম, আজ তাহার ফলভোগ করিতেছি। সকলেরই অসুখবোধ হইতেছে। সঙ্গে ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে অনেক সুস্থ হইলাম। ঠিক্ গোধূলির সময় জদকফু বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সঙ্গিনী একটী মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পশ্চাতে রহিয়াছেন, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাণ্ডি পাঠান গেল। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি পঁহুছিয়া আমাদের সকল উদ্বেগ দূর করিলেন। উঠানের একটা গামলার ভিতর অনেক বরফ জমিয়াছিল, প্রকাণ্ড একখণ্ড বরফ তুলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। এক্ষণে পানীয় জলের ঝরণা অতি নিকটে শুনিয়া তথায় যাইয়া দেখি, জল জমিয়া পাষাণের ন্যায় কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। একটী ভদ্রলোকের তাহা

দেখিয়া বিলাতের কথা মনে পড়িল। তিনি বরফরাশির উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া সজোরে পড়িয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে বরফের উপর দাঁড়াইবার জন্ত দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের লোকেরা বড় বড় কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে উপরের বরফের স্তর ভাঙ্গিয়া যেই জল তোলে, অমনি তাহা জমিয়া যাইতে লাগিল, দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল, গ্রীষ্মতাপিত কলিকাতাবাসিগণ এত বরফ দেখিলে কতই কৃতার্থ বোধ করিতেন। আমরা তাপের অধিকার অতিক্রম করিয়া তুষারের রাজ্যে পঁহুছিয়া যেন নূতনজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এবার গৃহের অভ্যন্তরে পঁহুছিয়া শয্যাদি ও আহারের শৃঙ্খলাতে ব্যস্ত হইলাম। এই বাঙ্গালাটী আকারে বিলক্ষণ ক্ষুদ্র, কুঠারীগুলি পূর্ব্ব বাঙ্গালার ন্যায় আরামজনক নয়।

চিমনীতে প্রকাণ্ড আগুন জ্বালিবার ফলে শীতের প্রভাব তত অনুভব করিলাম না। রন্ধনশালে যাইয়া পাক করা দুষ্কর, চিমনীতেই পাকাদি করিয়া পরম আহ্লাদে আহার করা গেল। এখানে তরল অবস্থায় জল পাওয়াই কঠিন, পানপাত্রে ঢালিতে ২ জল জমিয়া যাইতেছে। আজ আমাদের গন্তব্য সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছিয়াছি। ফেলুট এখান হইতে ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী, কিন্তু উচ্চতর নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

শোক-গাথা।

(মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে)।

১

কোথা গেছ বাঙ্গালীর স্বদেশী সম্রাট ?
ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর,
সতত সংযত ধীর,
বচন অমৃতমাখা, হৃদয় বিরাট ;
বিধির আশিষ-বলে,
চিরজয় করতলে,
খুলি দেছে ভাগ্যলক্ষ্মী সৌভাগ্য-কপাট,
আজি কোথা গেছ দেব, স্বদেশী সম্রাট ?

২

তুমি যে গো বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভাই ;
বিপদে ভরসা বল,
জগতে গৌরবস্থল,
সম্পদে উৎসব, শোকে জুড়া'বার ঠাঁই ;
মায়ের অমূল্য ধন,
রূপে গুণে অতুলন,
ভারতের মণি রত্ন—তুমি নাকি নাই ?
পোড়া প্রাণ পুড়ে উহ! হয়ে গেল ছাই!

৩

চির চিত্তজয়ী তুমি ধার্ম্মিক প্রবর,
ও হৃদি অমৃত-সিন্ধু
মানে নি খ্রীষ্টান হিন্দু,
সকলেরি ছিলে যেন বিশ্বাসী সোদর ;
বুঝিতে না হিংসা দ্বেষ,

ছিল না কৌটিল্য লেশ,
বিশ্বের মঙ্গল-আশা চিত্তে নিরন্তর,
সমস্ত জগত-ভরা তোমারি ঈশ্বর।

৪

বিদ্যা বুদ্ধি অনুরূপ চরিত্র নির্ম্মল,
জায়া পতিরতা সতী,
তব যোগ্যা গুণবতী,
সুসন্তান, নিজগৃহ সর্ব্বসুখস্থল ;
বাহিরে বিমল যশ,
সাধুতায় শত্রু বশ,
মানবের লহে কবে এত ভাগ্যবল ?
তাই বুঝি ত্বরা গেলে ছাড়ি ভূমণ্ডল ?

৫

বঙ্গরমণীর তুমি সুহৃদ স্বজন,
তাদের উন্নতি তরে
উৎসাহপূর্ণ অন্তরে,
"মহিলার বিদ্যালয়" করিলে স্থাপন।
ভুলি দীনা পরাধীনা,
ত্যজি অবহেলা, ঘৃণা,
কি শ্রদ্ধা সম্ভ্রম-মেহে করেছ দর্শন,
ভুলিবে কি সে গৌরব বঙ্গবালাগণ ?

৬

স্বদেশ-গৌরব রবি, উজল রতন,
এই যে তোমার দেশ,
সহিছে লাঞ্ছনা ক্লেশ,
রাজদণ্ডে ভগ্ন বক্ষ, নির্জ্জীব নির্ধন ;
তুমি যে আশ্বাসি তা'রে,
তব ছিন্নমস্তা মা'রে,
কহিয়াছ দিবে পুনঃ "অখণ্ড মিলন" !
তুমি যে দিয়েছ আশা,
হবে সেই ভালবাসা,
আট কোটি প্রাণে হবে একত্বে মিলন ;
বিলায়ে সুখের গ্রাস,
করিবে না সর্ব্বনাশ,
স্বদেশে খাটিয়া খাবে করি প্রাণপণ ;
কত যে ভরসা দিয়া,
প্রেমভিত্তি প্রতিষ্ঠিয়া,
অমৃত সে মৃত বক্ষে করিলে সিঞ্চন ;
সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য,
শরশয্যা ছাড়ি ভীষ্ম,
যেন শুভ ধর্ম্মক্ষেত্রে দিলা দরশন।
বঙ্গের সৌভাগ্যগর্ব্ব,
সে অমর শান্তিশর্ব্ব,
কভু কি ভুলিতে পারে বাঙ্গালির মন ?
সে মহা মাহেন্দ্রক্ষণে,
সে জাতীয় সম্মিলনে,
তোমারে রাজেন্দ্ররূপে করিলা বরণ ;
ষোল কোটি কৃতাঞ্জলি,
রাজ-কর দেছে ঢালি,
রাজ-টীকা দেছে ভালে শ্রদ্ধার চন্দন ;
বিশৃঙ্খল সেই রাজ্য,
অসমাপ্ত রাজকার্য্য,
সহসা চলিলে তুমি এ আর কেমন ?
তোমারি মুখের কাছে,
কাতরে মা' চেয়ে আছে,
তুমি যে ঘুচাবে তার সকল বেদন,
তুমি যে মা' জননীর আনন্দ-মোহন !

৬

তুমি যে গিয়েছ আজি তব যোগ্য স্থানে ;
আমরা কেমনে স'ব,
কি সুখে আবার র'ব,
আর কি আসিবে বল আকুল পরাণে !

চন্দ্রহীন তারাচয়,
কেবলি আঁধারময়,
রবিহীনা দিবা ভবে বিষাদপ্রদানে ;
ভাঙ্গি বঙ্গ ভাঙ্গা হৃদি,
অকালে এ হেন নিধি,
হরি নিল কাল চোর কি পাপে কে জানে ?
যাও দেব ! স্বর্গধামে,
থাক্‌ কীর্ত্তি পুণ্যনামে,
জুড়াইও তব বঙ্গে শুভাশীষ দানে,
যাও সুখে নর-দেব ! তব যোগ্য স্থানে।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

প্রাপ্ত।

প্রতিবাদ।

মাননীয়া ভগিনী 'অনামিকা !'

ফাল্গুনের বামাবোধিনী পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধ পাঠে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, হঠাৎ সম্প্রদায় বিশেষের মহিলাকুলের উপর আক্রমণ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমিও সেই "মহিলা-সমিতিতে" উপস্থিতা ছিলাম। পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া আপনি "অবরোধ প্রথা মঙ্গলকরী" বলিয়াছেন। ভগিনী ! যাঁহাদের সাজসজ্জার দিকে এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তিনি ব্রাহ্মিকা ভগিনীই হউন আর পৌত্তলিক সম্প্রদায়-ভুক্তা ভগিনীই হউন, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার সে পারিপাট্য দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না। যদিও ইহা রমণীগণের অতি লজ্জার কথা। জগতে আমাদের এত কর্ত্তব্য আছে, যাহা অবহেলা করিয়া নিজ দেহ সজ্জিত করিবার অবসর আমাদের মিলেই না, অথবা মিলা উচিত নয়।

এ স্থানে আমার একটী মাত্র বক্তব্য এই, উক্ত সমিতিতে আমার পরিচিতা অতি শ্রদ্ধাস্পদা অনেক ব্রাহ্মমহিলা উপস্থিতা ছিলেন। আপনি লিখিয়াছেন "জ্ঞান ও ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবনের অলঙ্কার —যাঁহাদের চিত্ত এতটা পরিমার্জ্জিত, তাঁহারা সকল তুচ্ছ বিষয়ে বুঝি আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্যা"—উচ্চ শিক্ষার উচ্চ সোপানে আরোহিতা শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি এ, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বি এ, শ্রীমতী সুরবালা ঘোষ বি এ, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ, শ্রীমতী হেমপ্রভা বসু এম এ, সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা সুলেখিকা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা, শ্রীমতী হেমলতা, শ্রীমতী রেবা রায়, প্রভৃতি ব্রাহ্ম মহিলা-গণের পরিচ্ছদ কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন ? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে কি শুধু তুমি আমি রামা শামাকে ধরিয়া একটী সম্প্রদায়ভুক্তা মহিলাগণকে প্রকাশ্য কাগজে সাধারণের চক্ষে হীন করা বিধেয় ? ক্ষুদ্র বিষয়ের বাদানুবাদ বাঞ্ছনীয় নহে। ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্তা

ভগিনী, আপনার নিকট করুণ অনুরোধ, আপনি ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করুন আমাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হউক, বাহিরের সাজসজ্জা আপনিই খসিয়া পড়িবে।*

নিবেদিকা—সরলা দত্ত।

জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ।

মেদিনীপুর হইতে আমাদের কোনও স্নেহের কন্যা লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্রহইতে প্রিয়, বিত্তহইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়—এ কথা শুনিতাম, পড়িতাম, কিন্তু সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে একদিনও সমর্থ হই নাই। আজ সেই অনন্ত করুণাময়েরই অযাচিত করুণার তাহা সুন্দর রূপে—প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। সাংঘাতিক পীড়ার মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন এই মাত্র জানি, কিন্তু কখন কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে যে সেই স্পর্শমণি হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া,—তিনিই মানবাত্মার চরমগতি, একমাত্র সুহৃদ্, সকল সম্পদের সার ও ধ্রুবসত্তা, ইহা হৃদয়ের স্তরে স্তরে খোদিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হই, কিন্তু ধরিতে পারি না।

"করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মিলিয়ে
এনেছ তোমারই দুয়ারে॥
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে
আমায় এনেছ আমি না জানিতে)"

আমি আমার রচিত একটি পদ্যের শেষাংশে লিখিয়াছি—

সে অবধি দিন নিত্যই নবীন
জীবনে অমৃত রাজে,
অযাচিতা হেন এত দয়া কেন
নিয়ত মরমে বাজে ?

কিন্তু দেব! নিয়ত সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছি, গুপ্তধনলোলুপ কৃপণের ন্যায় সর্ব্বদা ভয়ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছি, পাছে অনুপযুক্তা, নিতান্ত দীনা হীনা মূঢ়মতি অবলা আমি যোগি-ঋষিবাঞ্ছিত, দেব-আকাঙ্ক্ষিত এই অমূল্য ব্রহ্মাণ্ডের সার সম্পদ মূঢ়তাবশতঃ

* লেখিকা এবং প্রতিবাদিকা উভয়েই আমাদের বিশেষ পরিচিতা ও ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিণী। লেখিকা যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখুন, তিনি যে শুভাভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমরা জানি ব্রাহ্ম-সমাজের বিধবা, সধবা, কুমারীর মধ্যে নিরাড়ম্বরা দীনবেশধারিণী অনেক রমণী আছেন। এমন কি—সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা রাজা মহারাজার অর্দ্ধাঙ্গিণী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কাহার কাহার সরল বেশে মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অন্যান্য সমাজের ন্যায় যে ব্রাহ্ম-সমাজকে আক্রমণ করে নাই, বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র নূতন সমাজে এ সংক্রামক রোগ ধরিলে অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। লেখিকা রোগের লক্ষণ দেখাইয়া বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

বাং, বো, স।

হারাইয়া ফেলি।—তাই ব্যাকুলিত চিত্তে ঐ চরণে বার বার প্রণতা হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি ; যেমন শেষাবস্থায় ভক্তিভরে * * * বলিয়াছিল যে, "আপনি প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার কথা নিশ্চয় শুনিবেন," আমিও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই মহাভাবের শিথিলাবস্থায় বলিতেছি যে, আপনি স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনি কাতর অন্তরে সেই পরমারাধ্য দেবাধিদেবের চরণে প্রার্থনা করুন যেন আমি চিরদিন শত শত প্রলোভন ধূলিবৎ পরিত্যাগ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমসম সাংসারিক সহস্র বিপৎপাতেও অটল অচল থাকিয়া এই মহার্হ নিত্যধনকে একান্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানব জীবনের—মানবাত্মার শেষ সফলতা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি।"

বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ যাঁহাকে অযাচিত কৃপাগুণে দেব-দুর্লভ দর্শন দিয়াছেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করুন্।

কাশী হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ ১৯০৭ সোমবার অত্রত্য "সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের" দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমতী বেসাণ্ট স্বহস্তে বালিকাগণকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য ও পুস্তক এবং সূচীকর্ম্মের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নবাগত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা মৈত্র বালিকাগণকে একটি প্রীতিভোজ দিয়াছিলেন।

স্থানীয় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্র-মহিলাগণ উপস্থিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। একে একে সকল বালিকা সংস্কৃত স্তব ও কবিতা আবৃত্তি করিল, পরে হিন্দুকলেজের সেক্রেটরী বাবু ভগবান্ দাসের স্ত্রী এই বিদ্যালয়ের অনারেরি লেডি প্রিন্সিপল মিসেস ফ্রান্সিসকা আরেগুলকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। এই বিদ্যাবতী পরোপকারিণী রমণীর বিষয় কিছু বলা উচিত। ইহাঁর পুত্র মিষ্টর আরেগুল হিন্দু কলেজের অবৈতনিক হেডমাষ্টার। এই মাতা পুত্রের নিকট বারাণসী এবং ভারতের অন্যান্য স্থানীয় লোকেরা উপকৃত। বিগত চারি বৎসর ইহাঁরা কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া কলেজ ও স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

উক্ত বালিকা-বিদ্যালয়টি কুমারী আরেগুলের যত্নে প্রতিষ্ঠিত। গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি বালিকা একত্র করিয়া নিজের বাটীতে শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি নিজে দেশীয় ভাষা জানিতেন না, নিজে শিখিয়া কত চেষ্টা যত্ন দ্বারা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এরূপে কার্য্য চলে না দেখিয়া শ্রীমতী আনি বেসাণ্টের সহায়তায় এ বিষয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকাস্থ বন্ধুবর্গের নিকট হইতে আর্থিক, সাহায্য সংগ্রহ করিলেন ও ভারতবর্ষ হইতেও

যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দ্বারা এই স্কুলবাটী নির্ম্মিত হইল। ১৯০৫ সালের মার্চ্চ মাস হইতে কয়েকটি বাঙ্গালি ভদ্রমহিলা ও একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যা বৈতনিক শিক্ষয়িত্রী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মিস শামর নাম্নী জনৈক থিয়সফিষ্ট ইংরাজ রমণীও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন বালিকাগণকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন।

অতঃপর স্থানীয় কানপুর, সাহারণপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ভদ্রধনী সম্ভ্রান্তগণের আর্থিক সাহায্যে ক্রমে ক্রমে এই বিদ্যালয়ের বালিকা সংখ্যা শতাবধি হইয়াছে। ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দী, দেবনাগরী ও সংস্কৃত পাঠ, লিখন, চিত্রবিদ্যা ও সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া প্রায় সকল বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। কুমারী আরেণ্ডল চারি বৎসর কাল এ প্রদেশে বাস করিয়া ৬ মাসের জন্য পুত্র সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করিবেন। ইঁহার বিদায় গ্রহণে আমরা ও বালিকারা আন্তরিক দুঃখিত। ইনি শীঘ্র নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়া আপনার কার্য্যের উন্নতিসাধন করুন্ এই প্রার্থনা।

শ্রীনি, দেবী।

আদর্শ বাঙ্গালী।

(৫২২ সংখ্যা—২৯৭ পৃষ্ঠার পর)

(৫)

বৃদ্ধ লোকটী কমলার কাহিনী শুনিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "সত্যই তুমি বড় অভাগিনী। পিতা বর্ত্তমান, অথচ তুমি পিতৃহীনা! যাক্ তোমার সেই অঙ্গুরীয় ও চিত্রখানি কোথায় মা?"

কমলা বলিল, "তাহা সর্ব্বদা আমি নিকটে রাখি; এখনও আমার কাছে আছে।"

ভদ্র লোকটী দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, কমলা বক্ষোবস্ত্র হইতে চিত্রখানি এবং অঞ্চল হইতে অঙ্গুরীয়টী খুলিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল। বৃদ্ধ চিত্র ও অঙ্গুরীয় দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল।" তৎপরে চিৎকার করিয়া বলিলেন "মা কমলা! চাহিয়া দেখ, আমিই তোমার সেই পাষণ্ড পিতা হরকান্ত রায়। মাগো! আমারই নির্দ্দয় ব্যবহারে তোমার সতীলক্ষ্মী মাতা অকালে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আমি দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে যে যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহা হইলে আমি যে অনুতাপানলে

দগ্ধ হইতেছি, তাহাতে কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না ?"

কমলা বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "যখন তোমাকে প্রথম বৃক্ষতলে দেখিলাম, সেই মুহূর্ত্তে তোমার মুখের সহিত তোমার মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, তোমার প্রতি আমার স্নেহের সঞ্চার হয়। তাহার পর তোমার জন্ম বিবরণ শুনিতে শুনিতে কোনপ্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া চিত্র ও অঙ্গুরীয় দেখিলাম, কিন্তু আমার আর কোন সন্দেহ নাই। তুমিই এই অভাগার একমাত্র কন্যা।"

বৃদ্ধ উঠিয়া আর একটী কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিলেন। কক্ষগাত্রে বৃহৎ একখানি চিত্র বিলম্বিত। দুইটী নরনারী হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারীকে দেখিবামাত্র কমলা 'মা মা!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার নিকট তাহার মাতার যে ক্ষুদ্র চিত্র ছিল, তাহা হইতে এই বৃহৎ চিত্রের নারীকে কমলা 'মা' বলিয়া চিনিতে পারিল। চিত্রের পুরুষটীকেও চিনিতে কমলার বাকী রহিল না। তিনি যে এই ভদ্রলোকটী ব্যতীত আর কেহই নহেন, কমলার তাহা ধ্রুব বিশ্বাস হইল। অভাগিনী এতটা আনন্দ সহ্য করিতে না পারিয়া, পিতার পাদমূলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কমলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু সে আর বেশী দিন বাঁচিল না। হৃদ্‌রোগে তাহার মৃত্যু হইল। হরকান্ত বাবু শেষ দশায় কন্যা ও দৌহিত্র লইয়া সুখী হইবেন মনে মনে বড় আশা করিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার সে আশার শিরে বজ্রাঘাত হইল! পিতৃমাতৃহীন অনাথবন্ধুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। একজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিয়া তাহাকে শীঘ্রই জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অনাথবন্ধু যেমন শিষ্ট শান্ত, তেমনি তাহার স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়া, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

ক্রমে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল, অনাথবন্ধু যৌবনে পদার্পণ করিল। বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বিবাহ বাজারে মস্ত একটা সোর গোল পড়িয়া গেল। চারিদিক্ হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অনাথবন্ধু যেমন বিনয়ী, তেমনি অমায়িক, তাহাতে বিদ্বান্ ও সুপুরুষ। আবার মাতামহের অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আর যায় কোথায়? বড় বড় ঘরের কন্যার পিতারা অনাথবন্ধুকে একটা মস্ত শিকার ভাবিয়া বৃহৎ বৃহৎ টাকার থলিয়ার মুখ খুলিয়া ফাঁদ পাতিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রলোভনে না পড়িয়া, তাঁহাদের সে উমেদারী অগ্রাহ্য করিয়া, হরকান্ত বাবু কন্যাদায়গ্রস্তা একটী দরিদ্রা বিধবার সুন্দরী কন্যার সহিত অনাথবন্ধুর

বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অনাথবন্ধুকে উইল করিয়া দান করিলেন। পরে যথাসময়ে অনাথবন্ধুর পুত্র-মুখ দর্শন করিয়া, বৃদ্ধ ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

অনাথবন্ধুর মস্তকে, গুরু ভার পড়িল, কিন্তু তিনি ন্যায়পথে থাকিয়া সংসার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার কয়েকটী অযাচিত বন্ধু জুটিল। তাহাদের মধ্যে একজন অনাথকে পরামর্শ দিলেন, "দেখুন, অনাথ বাবু! এরূপ নির্জ্জন পল্লীর আড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র বাটীতে থাকা আপনার পক্ষে ভাল দেখায় না। মাতামহের অতুল সম্পত্তি পাইয়াছেন; একটা বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া জাঁক জমকের সহিত বাস করুন। নতুবা এই কলিকাতা সহরে আপনাকে কে চিনিবে?"

আর একজন হস্ত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "একটা ভাল বাগান খরিদ করুন। দুই একটা বাইজী নাচাইয়া ভোজ টোজ দিউন। দেখিবেন দুই দিনের মধ্যে আপনার নাম জাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

আর একজন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অনাথ বাবু! মাতামহের ভয়ে আমোদ আহ্লাদ আপনার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই; একদিন চলুন থিয়েটার দেখিয়া আসি, যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিবেন।"

এই প্রকার যাহার যাহা মনে আসিত, এক একটা সৎ পরামর্শ দিয়া ফেলিত; কিন্তু অনাথ বন্ধু তাহাদের এমন দুর্লভ সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না বলিয়া, তাহারা আপনা হইতে গা ঢাকা দিল। আশা ছিল অনাথবন্ধুর স্কন্ধে বসিয়া দিন কতক তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিবে, কিন্তু সে আশায় ভস্ম পড়িল দেখিয়া, অগত্যা চম্পট দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিল।

অনাথবন্ধু এসকল কার্য্যে মন দিতেন না বটে, কিন্তু তিনি অকর্ম্মণ্য, অলস ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। একটী বিশেষ গুরুতর কার্য্যে মনোযোগ করিলেন। তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মাতা দরিদ্রা অবস্থায় পতিত হইয়া, তাঁহার আহারের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া, অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। যদি তিনি বাটীর বাহির না হইতেন, তাহাহইলে বুঝি এত শীঘ্র প্রাণ যাইত না। যখনই অনাথবন্ধুর মনে এই কথার উদয় হইত, তখনই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এই জন্য যে সমস্ত দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বিধবারা লোকলজ্জাভয়ে পরের দ্বারস্থ হইতে পারে না, অথচ অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছে, সেই শ্রেণীর বিধবাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রবল হইল। তিনি মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'কমলাশ্রম' নাম দিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই সমস্ত বিধবাদিগকে যত্নপূর্ব্বক আশ্রমে আনিয়া তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট ও অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। শুধু ইহাই করিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; সেই

সমস্ত বিধবাদের যদি পুত্র কন্যা থাকিত, পুত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন, এবং কন্যাদের যথাযোগ্য বরে বিবাহ দিয়া দিতেন। এই প্রকার অনেক সৎকর্ম্ম অনাথবন্ধু করিতেন। তিনি অনাথবন্ধু নামের সার্থকতা সম্পূর্ণ সম্পাদন করিয়াছিলেন—তিনি যথার্থই অনাথ-বন্ধু। এক দিবস অনাথবন্ধু বিমর্ষ ভাবে কি ভাবিতেছিলেন দেখিয়া, লীলা, স্বামীর হস্ত ধরিয়া বলিল, "বসে বসে অত কি ভাবছ?" কিন্তু অনাথবন্ধু উত্তর দিলেন না দেখিয়া, লীলা, পুনরায় বলিল, "আমায় বলবে না?"

এবার অনাথবন্ধুর চমক ভাঙ্গিল। পত্নীকে নিকটে বসিতে বলিয়া কহিলেন, "একটা গুরুতর বিষয় ভাবিতেছিলাম, তোমাকে বলিব বই কি। এই যে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে প্রতি লোক গৃহে এক একটা তাঁত বসাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করাইতেছে আমি দেখিয়াছি অনেক স্থানেরই সূতা বিদেশীয়। বিদেশী সূতা লইয়া স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, এ কেমন কথা—আমিত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার মতে অগ্রে বহুল পরিমাণে সূত্র উৎপন্ন করিয়া, পরে তাঁত প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

লীলা। তা সত্য বটে, কিন্তু তুলার কি করিতেছ?

অনাথ। তা বুঝি তোমায় বলি নাই? আমি যে আমার জমিদারীর মধ্যে তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছি।

লীলা। বটে? এতটা অগ্রসর হইয়াছ, তবে ভাবিতেছ কি?

অনাথ। সূতা তুলিবার লোক কই?

লীলা। আমায় একটা চরকা ও তুলা দিও, আমি সূতা প্রস্তুত করিব।

অনাথবন্ধু পত্নীর মুখে এ প্রকার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। লীলার কুন্তলে একটী দোলা দিয়া বলিলেন, "একাকী পারিবে কেন? কিন্তু একটা উপায় আছে। আমাদের আশ্রমে যে সব বিধবা আছেন, তাঁহারা যদি সময় মত একটু করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে প্রচুর সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।"

লীলা। বেশ কথা, তাঁহাদের বলিয়া দেখ না।

অনাথ। তাঁহারা যদি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে বলিতে সাহস করি না।

লীলা। এ আর মন্দ কথা কি যে বলিতে পারিবে না?

অনাথ। আচ্ছা আজ বলিয়া দেখিব।

তাহার পর অনাথবন্ধু যথাসময়ে আশ্রমে আসিলেন। তিনি প্রত্যহ আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিতেন—কর্ম্মচারীদের প্রতি ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অনাথবন্ধুকে দেখিয়া বিধবারা কোন প্রকার সঙ্কোচ করিতেন না, পরন্তু তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অনাথবন্ধুও তাঁহাদিগকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি ভূমিষ্ট হইয়া সকলকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা!

দীর্ঘজীবী হইয়া এই প্রকারে অনাথ অনাথাদিগকে প্রতিপালন কর।"

অনাথবন্ধু, বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা সকল! আমি আপনাদিগকে একটী কথা বলিব, কিন্তু আপনারা কি মনে করিবেন এই ভয়ে বলিতে পারিতেছি না।"

বিধবারা সকলে একবাক্যে বলিলেন, "বাবা! আমরা বেশ জানি তুমি কখনও অন্যায় কথা বলিবে না, নিঃসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য বলিতে পার। আমরা শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে এক একটা চরকা ও তুলা আনিয়া দিব, আপনারা যদি সময়মত কিছু কিছু সূতা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

বিধবারা বলিলেন, "তা বাবা! এ কথার জন্ত এত সঙ্কোচ কেন? আমাদের পিতামহী, মাতামহী, প্রপিতামহী, প্রভৃতিরা সেকালে এ কার্য্য আনন্দের সহিত করিয়াছেন। তোমার কল্যাণে যদি পূর্ব্বপ্রচলিত চরকা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না। লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার হইলে কে না সুখী হয়?"

বিধবাদের পরিশ্রমে যখন বহুল পরিমাণে সূত্র উৎপন্ন হইল, অনাথবন্ধু তাঁত প্রতিষ্ঠা করিয়া, উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। অন্নক্লিষ্ট দরিদ্র তন্তুবায়েরা অনাথবন্ধুর কৃপায় দুই বেলার অন্ন সংস্থান করিয়া লইল এবং তিনি কিছুদিন পরে বৃহৎ এক স্বদেশী ষ্টোর (ভাণ্ডার) খুলিয়া অল্পমূল্যে নানাবিধ স্বদেশী দ্রব্য সরবরাহ করিতে লাগিলেন। শুধু ইহাই করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। চিনির কারখানা খুলিয়া দেশীয় চিনির অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বদেশের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিলেন! তাঁহার আদর্শে দেশের অন্যান্য সকলে তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

বিশ্বচক্র ও জীবনচক্র।

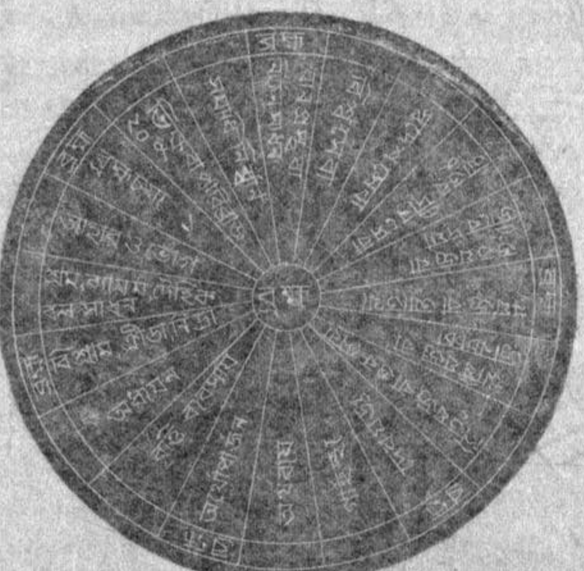
"তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।"

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদয় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন কালের ঋষিরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটী রথচক্রের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। চক্রের একটী নাভি অর্থাৎ কেন্দ্র থাকে এবং একটী নেমি অর্থাৎ বেড় থাকে। এই নাভি ও নেমির মধ্যে

অর অর্থাৎ দণ্ডসকল সংযুক্ত থাকে। এই সংযোগ ভিন্ন দণ্ডসকল থাকিতে পারে না এবং চক্রের গতির সহিত তাহাদিগের গতি নিয়মিত হইতে পারে না।

বিশ্বরূপ চক্রের কেন্দ্রস্থলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর স্বয়ং স্থিতি করিতেছেন; তিনিই আবার বিরাটরূপে সকলের পরিবেষ্টক হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষুদ্র বালুকণা ও কীটাণু-কীটের অভ্যন্তরে তিনি, আবার কোটি কোটি রবি চন্দ্র তারকা-সমন্বিত অসীম আকাশের পরে তিনি মহাকাল। চক্রের অর সকলের ন্যায় সকল জড় বস্তু, সকল প্রাণী, সকল আত্মা, সকল লোকমণ্ডল এবং সকল লোকমণ্ডলনিবাসী সেই পরমাত্মাতে গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি সকলের আদিতে, তিনি সকলের অন্তে; তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ স্থিতি করিতে পারে না। কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী মানব দেবতা সকলেই এই বিশ্বদেবের মধ্যে থাকিয়া বিশ্বচক্রে ঘুরিতেছে, সকলের সহিতই তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সকলেই তাঁহার অতি নিকটে—সকলেই তাঁহা হইতে সকল সময়ে সমদূরে থাকে। দেশ ও কাল তাঁহার মধ্যে ব্যবধান হইতে পারে না।



জীবনচক্র।

যেমন বিশাল বিশ্বচক্র, তেমনি প্রত্যেক মানবের ক্ষুদ্র জীবন এক একটী জীবন-চক্র। এই চক্রের নাভিদেশে পরমাত্মা জীবনের মূল হইয়া আছেন এবং নেমি দেশে পরমাত্মা জীবনের পরিবেষ্টক ও সীমান্তরেখা হইয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক

ধর্ম্মসাধক এই বিশ্বের আদি অন্তে যেমন বিশ্বাধারকে প্রাণরূপে অনুভব করিবেন, সেইরূপ আপনার জীবনের আদি অন্তে তাঁহাকেই প্রাণরূপে দেখিবেন। জীবনের নানা বিভাগ আছে—বিদ্যাশিক্ষা, ধনোপার্জ্জন, কর্ম্মক্ষেত্র, পরিবারপালন; স্বদেশসেবা, বিশ্বসেবা, ধর্ম্মসাধন। ইহার কিছুই ঈশ্বর ছাড়া হইবে না। তাঁহার ইচ্ছাধীন হইয়া জীবনের এই সকল কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং এই সকলেরই উদ্দেশ্য হইবে একমাত্র তাঁহাকে লাভ করা। জীবনের সকল বিভাগ এক একটী অর বা দণ্ডস্বরূপ হইয়া পরমেশ্বর দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকিবে। এইরূপ হইলে সকল কার্য্য পবিত্র এবং মুক্তির সহায় হয়। কেবল কার্য্য নয়, আমাদের প্রত্যেক বাক্য যেন তাঁহার অনুগত হয়, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যেন আমরা কোন কথা না বলি। সেইরূপ মনের প্রত্যেক চিন্তা, কামনা, কল্পনা ঈশ্বর দ্বারা শাসিত হইবে; কিছুই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ না হয়, এইরূপ কায় মন ও বাক্যে সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক কি ব্যক্তিগত কি পারিবারিক কি সামাজিক সকল কার্য্য যদি ঈশ্বরের ভাব হইতে সমুদ্ভূত ও তাঁহাদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তাহা হইলে পাপ আমাদিগকে অধিকার করিতে পারে না। সুখে দুঃখে রোগে সুস্থতায়, অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় জীবনচক্র জীবনদাতার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঘুরিতে থাকে এবং জীবনান্তে তাঁহারি চরণাশ্রয়ে দিব্য গতি লাভ হয়। জীবনের একটী আদর্শ চক্র উপরে অঙ্কিত হইল, প্রত্যেকে ইহাকে আপনার উপযোগী করিয়া লইয়া ধর্ম্ম ও মুক্তি সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ (Convocation) উপলক্ষে ৭০০ ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কলিকাতায় ১০০ শতও হয় নাই।

২। দ্বারবঙ্গ জেলার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ৫ পাঁচলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম কলিকাতার এটর্ণি বাবু নবীনচন্দ্র বড়ালের একমাত্র পুত্র প্রসিদ্ধ গায়ক বাবু লালচাঁদ বড়াল গত ১লা চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন।

৪। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এলবিয়ান রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোচিন রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছেন।

৫। ১৫ই মার্চ্চ রুশিয়ার ডুমা নামক পার্লামেণ্টের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়াতে সভা অন্যত্র হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ডুমার হস্তে ৭০টী বিষয়ের বিবেচনার ভার দিয়াছেন।

৬। বহরমপুর প্রাদেশিক সমিতিতে

ভাগলপুরের জমিদার দীপ নারায়ণ সিংহ সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

৭। লেডি মিণ্টোর ক্রেট অর্থাৎ বাহু ক্রীড়ায় ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ৩½ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

৮। গত ২৩শে মার্চ্চ লালদিঘির পাড়ে ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার জন উডবরণের প্রস্তর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন হইয়াছে। লর্ড মিণ্টো পুরোহিতের কার্য্য করেন। বৃষ্টিপ্রযুক্ত নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

৯। এবৎসর গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিন কোটি তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থা কস্মিন্ কালেও হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় একশত তের কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। ইহার তৃতীয়াংশ এক সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

১০। আলিপুর পশুশালায় পাঁচটী দাঁড়িওয়ালা শকুনি (Lamergeyess) সংগৃহীত হইয়াছে।

১১। গবর্ণমেণ্ট লবণের দাম মণ পিছু ॥০ আনা কমাইয়া দিয়াছেন।

১২। জেনারেল বুথ বৃদ্ধ বয়সে আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা প্রণীতা ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা। পুস্তকের যে কবিতা পাঠ করি, তাহাই সুন্দর ও সুনিপুণ হস্তলিখিত বলিয়া বোধ হইল। গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্ব শক্তি আছে। তাহা উপযুক্তরূপে স্ফুরিত হইলে ইনি স্ত্রী কবিদিগের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিতে পারিবেন।

২। আত্ম-বিজ্ঞান—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা। ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে অনুশীলন যোগ্য একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত প্রাচীন ভারতের দর্শন সকলের সমন্বয় চেষ্টা করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সত্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ পুস্তক যত প্রচারিত হয়, জনের পক্ষে ততই কল্যাণ।

আগামীবারে অবশিষ্ট সমালোচনা প্রকাশ্য।

বামারচনা।

বেহুলা।

(শেষ)।

আকুল হৃদয়ে তপ্ত অশ্রুজলে
ভকতি-প্রসূনে দেব আরাধিলে,
সহায় হইতে বিপদ অকূলে
হায়! একাকিনী বেহুলে। ১৬

মধুর ঝঙ্কারে বিহঙ্গ গাইল,
তব সাধনায় পৃথিবী ভরিল,
স্বরগে দেবতা হেরে কুতূহলে ;
সতী-তেজোরাশি বেহুলে। ১৭
গভীর গরজি বহে প্রভঞ্জন,
সুরাসুর রক্ষ দিকপালগণ—
সতীর মহিমা রাখিতে ভূতলে
ব্যস্ত উমাপতি ! বেহুলে। ১৮
মাভৈ মাভৈ ডাকিছে অবনী,
কি ভয় কি ভয় গাইছে তটিনী।
পুড়িবে শমন সতীত্ব অনলে,
ধন্য পতিব্রতা বেহুলে। ১৯
কুলু কুলু কুলু গভীর তরঙ্গে
বহিছে তটিনী কত রঙ্গ ভঙ্গে,
বহিছে পবন মৃদুল হিল্লোলে
ধু ধু সিন্ধুতীর, বেহুলে। ২০
কেমন করিয়া এ মহাসাগর
পার হয়ে যাবে অভয়নগর,
বাঁচাতে পতিরে সঞ্জীবন ফলে
অয়ি মনস্বিনী বেহুলে। ২১
কোথা পাবে তরী এ যে চারি পাশে
শুধু ক্ষিপ্তসিন্ধু, দুরাশে হতাশে
"কোথা কর্ণধার ! বিপদ অকূলে"
ডাকিলে আকুলে বেহুলে। ২২
মৃত পতি লয়ে কলার মান্দাশে
আকুলে বিষাদে কোথা যাও ভেসে ?
গলে পচে আহা ! তনু ভাসে জলে,
এলো থেলো বেশ বেহুলে। ২৩
যেথা গাহে পাখী মধুর ঝঙ্কারে,
নিত্য ফুটি ফুল হাসে সুসমীরে,
মৃতপতি লয়ে নির্ভয়ে চলিলে,
সে নিকুঞ্জ বনে বেহুলে। ২৪
কি ছিল কি হবে খেদে বুক ফাটে,
উপনীত হলে ঘোপানীর ঘাটে,
মধুর বচনে বিবিধ কৌশলে
রহিলে তথায় বেহুলে। ২৫
সভয় তরাসে লুকায় শমন,
সতীর প্রতাপে মোহিত ভুবন !
সাধি পূত কাজ সুধন্যা হইলে,
সতী-শিরোমণি বেহুলে ! ২৬
দেবের কাপড় ধুয়ে সযতনে,
নেতানীর সহ অমর-ভবনে,
শত আশে হিয়া বাঁধিয়া চলিলে,
বাঁচাতে পতিরে বেহুলে। ২৭
ছিল বাঁধা সেথা প্রণয় তরণী,
পুণ্য প্রেমে জয়ী হইয়া কল্যাণী,
নাচিয়া গাহিয়া দেবতা মোহিলে,
ধন্য পতিব্রতা বেহুলে। ২৮
দেবের প্রসাদে মৃত নখিন্দরে,
একে একে তার চারি সহোদরে,
প্রাণান্ত যতনে সবারে বাঁচা'লে,
তুমি ভক্তিমতী বেহুলে। ২৯
সুষুপ্ত পরাণ জাগায়ে পুলকে,
হৃদয় ভরিয়া উজ্জ্বল আলোকে
অক্ষয় সিন্দূর সীমন্তে পরিলে,
ধন্য প্রেমবালা, বেহুলে। ৩০
অয়ি লীলাবতী তব লীলা ভবে,
তব কীর্ত্তি খ্যাতি চিরদিন রবে,
চিরদিন কবি তব পাদমূলে,
আশ্রয় লভিবে বেহুলে। ৩১

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

Bamabodhini Patrika.

NATIONAL HYMN. *

I.

The night is gone, awake, O India's sons !
And sing this hymn for India's good,
The sun of truth is up, all darkness passed away,
Awake men and women, and salvation seek.

II.

To the knowledge of God and His meditation,
And the enjoyment of the sweets of His joy,
How many devotees (yogis) have given over their souls ;
As the fruit of their devotion, by grace Divine,
O! There comes the religion of the age, (the true religion) (the dispensation of Prov'd:nce).

III.

Knowledge, love and holy work, uniting in this glorious faith,
Will wake again the nation's dormant life ;
Cast aside the pride of caste, the sense of vain discord ;
Let all worship the Supreme Being—the One without a second.

IV.

Hindus, Sikhs, and Moslems, Jainas, Buddhists, and Christians,
Let all sing in one accord—one in heart and soul ;
The Lord provides for all, our common Parent He,
All India's sons (all children of God) are brothers—each near and dear to each.

V.

One faith, one God, mankind are brothers and sisters all ;
One Lord—the path of salvation to all.
Heaven and earth, in one accord,
sing in rapture God's holy praise ;
Sing ye too, brothers, with hearts, quite full of love.

VI.

Sing the Lord—the True, the Eternal, Sing the ever-holy One ;
Sing the all-merciful, giver of all bliss and freedom ;
Sing the remover of all evils, sing the Savior of the fallen ;
Sing, flying aloft the banner of truth,
(Sing in love, ye sing and dance.)

VII.

Then shall shine the light divine, the stony heart shall melt ;
Love will flow from heart to heart in ever-swelling flood ;
Truth will triumph,
holiness will shine in all directions ;
(Say) Glory to the Friend of the faithful —glory to the Lord Supreme.

* The English version of Usha Kirtan or the Morning Chorus. (Chanted during Poush, Brahmabda 77, A. D. 1906—7).

THE BOOKS OF THE BIBLE.

IN GENESIS the world was made by God's creative hand ;

In EXODUS the Hebrews marched to gain the Promised Land.

LEVITICUS contains the Law holy, and just, and good ;

NUMBERS records the Tribes enrolled—all sons of Abraham's blood.

Moses, in DEUTERONOMY, records God's mighty deeds ;

Brave JOSHUA into Canaan's land the host of Israel leads.

In JUDGES their rebellion oft provokes the Lord to smite;

But RUTH records the faith of one well-pleasing in His sight.

In first and second SAMUEL of Jesse's son we read;

Ten tribes in first and second KINGS revolted from his seed.

The first and second CHRONICLES Judah captive made;

But EZRA leads a remnant back by princely Cyrus' aid.

The City walls of Zion NEHEMIAH builds again;

Whilst ESTHER saves her people from plots of wicked men.

In JOB we read how faith will live beneath affliction's rod;

And DAVID'S PSALMS are precious songs to every child of God.

The PROVERBS like a goodly string of choicest pearls appear;

ECCLESIASTES teaches man how vain are all things here.

The mystic Song of SOLOMON exalts sweet Sharon's Rose;

Whilst Christ the Saviour and the King the 'rapt ISAIAH' shows.

The warning JEREMIAH—Apostate Israel scorns;

His plaintive LAMENTATION their awful downfall mourns;

EZEKIEL tells in wondrous words of dazzling mysteries;

Whilst kings and empires yet to come, DANIEL in vision sees.

Of Judgment and of mercy HOSEA loves to tell.

JOEL describes the blessed days when God with man shall dwell.

Among Tekoa's herdsmen AMOS received his call;

Whilst OBADIAH prophesies of Edom's final fall.

JONAH enshrines a wondrous type of Christ—our risen Lord,

MICAH pronounces Judah lost—lost, but again restored:

NAHUM declares on Nineveh just Judgment shall be poured.

A view of Chaldea's coming doom HABAKKUK'S visions give;

Next ZEPHANIAH warns the Jews to turn, repent, and live.

HAGGAI wrote to those who saw the temple built again;

And ZECHARIAH prophesied of Christ's triumphant reign.

MALACHI was the last who touched the high prophetic chord;

Its final notes sublimely show the coming of the Lord.

MATHEW and MARK, and LUKE and JOHN, the Holy Gospels wrote,

Describing how the Saviour died—His life and all he taught.

ACTS prove how God the Apostles owned with signs in every place;

St. Paul in ROMANS teaches us how man is saved by grace.

The Apostle in CORINTHIANS instructs, exhorts, reproves;

GALATIANS shows that faith in Christ *alone* the Father loves.

EPHESIANS and PHILIPPIANS tell what Chritsians ought to be;

COLOSSIANS bids us live to God and for eternity.

In THESSALONIANS we are taught the Lord will come from heaven;

In TIMOTHY and TITUS a Bishop's rule is given.

PHILEMON marks a Christan's love, which only Christians know;

HEBREWS reveals the Gospel prefigured by the Law.

JAMES teaches without holiness faith is but vain and dead:

ST. PETER points the narrow way in which the saints are led.

JOHN in his three Epistles on love delights to dwell:

ST. JUDE gives awful warning of judgment, wrath, and hell.

The REVELATION prophesies of that tremendous day

When CHRIST, and CHRIST alone shall be the trembling sinner's stay.

Mrs. CILFORD HARTLY.

১৩১৩ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১২। বামারচনা।

১৩। ইংরাজি।

১৪। চিত্র।